NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাংলাদেশের ঘটনা আকস্মিক নয়, দেশভাগের সময় থেকেই বিস্তার!

বিমল মিত্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী ৮

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০২৫ ৯ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.3.2025, Vol.18, Issue No. 280 8 Pages, Price 3.00

নন্দনকাননে আইপিএলের সংক্রমণ ছড়ালেন শাহরুখ

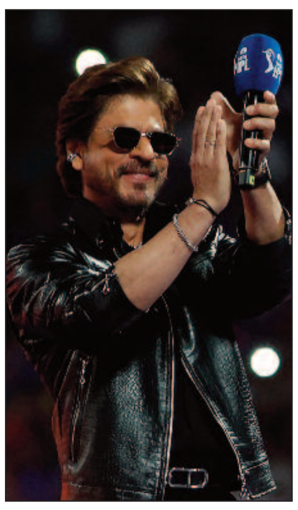

ওপরের তিনটি ছবি ইডেনে লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে আইপিএল জ্বরে জর্জরিত কলকাতা। এই জ্বরের সংক্রমণ শুরু আইসিসি চ্যাম্পিয়ানস ট্রফি শেষ হওয়ার পরই। তখন থেকেই শহরবাসী দিন গুনছিলেন আইপিএল উদ্বোধনের। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল শনিবার সন্ধে ৬টায়। শুধু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই নয়, এদিন আইপিএল-এর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স আর আরসিবি। কলকাতায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, তার ওপর কেকেআর-এর ম্যাচ, ফলে শাহরুখ খান উপস্থিত থাকবেন না তা একপ্রকার অসম্ভব। ফলে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে দেখা গেল কিং খানকে। শুধু কিং খান-ই বা বলি কী করে, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানি, করণ আউজলা। এছাড়াও ছিলেন আরও অনেকেই। এককথায় চাঁদের হাট বসেছিল এদিন ইডেনে। তবে শাহরুখ যেখানে উপস্থিত সেখানে সার্চলাইটের সব আলোটাই যে তিনি-ই শুষে নেবেন এটা বোধহয় আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। আর হলও তাই!

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গোটা মাঠের আলো নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাঁর ওপর পড়ল আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাঠজুড়ে তৈরি হল 'শাহরুখ', 'শাহরুখ' শব্দব্রহ্ম। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে শাহরুখের সঞ্চালনাতেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ আলোর ঝলকানির সঙ্গে আর বাদশার উদ্বোধনী বার্তায় ইডেন তখন আক্ষরিক অর্থেই রূপ পেল স্বর্গোদ্যানের।

এদিন প্রথমেই আঠারোতম আইপিএল আয়োজনের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে ধন্যবাদ জানান শাহরুখ। এরপর বলেন, 'আইপিএল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ইভেন্ট।' তবে এরপরই শাহরুখের সেই বিখ্যাত পাঠান ছবির সংলাপ যা গোটা ইডেনকে পৌঁছে দেয় ভিন্ন এক মাত্রায়। 'পার্টি পাঠান কে ঘর রাখোগে তো মেহমান নাওয়াজি কে লিয়ে পাঠান খুদ আয়েগা, অউর পটাকে ভি লায়েগা।' কলকাতায় পা রাখার পরই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বার্তাটি দিয়েছিলেন শাহরুখ। এবার যেহেতু ইডেনেই হচ্ছে ১৮ তম আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্ভবত তা মাথায় রেখেই এমনই এক বার্তা সবাইকে দিতে চেয়েছেন কিং খান।

কলকাতাবাসীর 'হার্টথ্রব' শাহরুখ একাই যখন মন জয় করে নিয়েছেন কলকাতাবাসীর তখনই মঞ্চ মাতালেন শ্রেয়া ঘোষাল। ঘরের মেয়ে, তাঁর জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে বাঙালি হৃদয়ে। এদিন আইপিএলের ১০টি দলের জন্য ১০টি আলাদা গান গাইলেন শ্রেয়া। সব শেষে তাঁকে সুরকার এআর রহমানের গাওয়া 'বন্দেমাতরম' গাইতে শোনা গেল। সব মিলিয়ে ইডেন মাতিয়ে দিলেন শ্রেয়া। এরপর মঞ্চে এলেন দিশা আর করণ আউজলা। প্রতিভাশালীদের বাঙালি সম্মান দিতে জানে। তা এদিন আরও একবার প্রতিফলিত হল দিশা আর আউজলার ক্ষেত্রেও।

তবে এদিন ইডেন দেখল অ্যানামরফিক প্রোজেকশন। যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি দলের লোগো ফুটে উঠল ইডেনে। তবে এদিন ইডেনের দর্শদকদের জন্য অপেক্ষা করছিল দারুণ আরও কিছু মুহূর্ত। এদিনের মঞ্চে রিঙ্কু ও কোহলির সঙ্গে নাচলেন শাহরুখ। প্রথমে 'লুট পুট গয়া' গানে নাচলেন রিঙ্কু ও শাহরুখ। তা দেখে হেসে ফেলেন কোহলি। পরে 'পাঠান' গানে নাচেন কোহলি ও শাহরুখ। সব মিলিয়ে আইপিএল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চেটেপুটে উপভোগ করল শহরবাসী। সঙ্গে শুরু হল ক্রিকেটের এক রাজসূয় যজ্ঞও।

'আমার সঙ্গে সংযোগ থাকবে...'

রাজ্যবাসীকে অভয়বার্তা দিয়ে ব্রিটেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লন্ডন সফরের সময়েও তিনি সর্বক্ষণ সংযোগে থাকবেন। রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েই ব্রিটেনের উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জন্য মমতার ব্রিটেনযাত্রার সময় প্রায় ১২ ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বিপর্যয়ের জেরে গোটা সফরসূচিতেই প্রভাব পড়েছে। সারা রাত-দিন বিমানযাত্রা করতে হবে। কলকাতা থেকে প্রথমে দুবাই যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর সেখান থেকে লন্ডনের বিমান ধরবেন।

বিমানবন্দরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চার-পাঁচ দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সংযোগ থাকবে। বাংলার মা-মাটি-মানুষকে বলব, আপনারা ভাল থাকবেন।' বলেন, 'যোগাযোগ থাকবে, সমস্যা হলে আমরা দেখে নেব।' সফর পিছিয়ে যাওয়ায় তা যে বেশ ক্লান্তিকর হতে চলেছে, তাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমাদের রাতের বিমান। দুবাইয়ে পৌঁছব মাঝরাতে। তারপর আবার লন্ডনের ফ্লাইট। যাতায়াতে দু'দিন মতো সময় লেগে যায়। সরাসরি বিমান পরিষেবা না থাকায় এতটা সময় লাগে। আমাদের এই সফরটা বেশ হেকটিক হয়ে যাবে। তবে ঠিক আছে। ওখানে যা যা অনুষ্ঠান আছে, সেসব সময়মতোই হবে।'

লন্ডনে সোমবার থেকেই মমতার কর্মসূচি রয়েছে। ওই দিন ভারতীয় হাই কমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। মঙ্গলবার রয়েছে বাণিজ্য সম্মেলন। বুধবার হওয়ার কথা সরকারি স্তরে বাণিজ্য-বৈঠক। আগামী বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা যে ক'দিন ব্রিটেন সফরে থাকবেন, সেই সময়ে সরকার ও প্রশাসনের কাজ সামলানো, সমন্বয় করার বিষয়ে তিনি একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দিয়েছেন। তাতে রেখেছেন ভূমি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিবেক কুমার, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে। পাঁচ জন মন্ত্রীকে সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। তাঁরা হলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিম।

কথা ছিল, শনিবার সকালের বিমানে দুবাই হয়ে লন্ডন যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর টিম। কিন্তু শুক্রবার সকালে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের কাছে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। উড়ান ওঠানামা বাতিল হয়ে যায়। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানও ওইদিনের মতো বাতিল করে দেওয়া হয়। পিছিয়ে যায় তাঁর লন্ডন সফর। তবে হিথরোর পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তাই শনিবার সকালের বদলে রাতের বিমানে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মুখ্যসচিব ও বেশ কয়েকজন সদস্য।

'গর্বের বিষয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লন্ডন থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া গর্বের বিষয় বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মন্তব্য করেছেন। কলকাতায় শনিবার বণিক সভা সিআইআই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল জানান, বাংলার যেকোনো শুভ বিষয়ে তাকে আনন্দিত করে। মুখ্যমন্ত্রী অতিথি হিসেবে লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন তাতে তিনি গর্বিত। মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মান আসলে বাংলার সাফল্য বলেও রাজ্যপাল মন্তব্য করেছেন।

আজ ফের রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা, তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে সব জেলায় রবিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবারও দক্ষিণের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। গত কয়েক দিনের ঝড়বৃষ্টিতে গরম অনেকটাই কমে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। তার পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে গরম। সোমবার থেকে বদলাতে পারে রাজ্যের আবহাওয়া। রবিবারও দক্ষিণের সব জেলায় ঝড় এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙে শিলাবৃষ্টি ও ৪০ -৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

ভাগাড়ে ধস, শুরু দোষারোপের খেলা, ফের পিষ্ট হাওড়ার মানুষ

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

একদিকে পানীয় জলের অভাব, অন্যদিকে ফাটল ধরা বাড়িতে রাত কাটানোর আতঙ্ক। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, ভাগাড়ের পচা আবর্জনার গন্ধে ভারী হাওড়ার রাস্তাঘাট। অথচ পর্দার আড়ালে চলছে 'দায় এড়ানো'র খেলাটি। একে অপরের দিকে আঙুল তুলে চলছে কেবল দোষ চাপানোর পালা। এই রাজনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেই কি বেলগাছিয়ার মানুষের সমস্যার সমাধান, তাই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

শুক্রবার সকালে ভাগাড়ে পাইপলাইন মেরামতির কাজ চলাকালীন আচমকা ধস। নতুন করে ফাটল ধরে দেওয়ালে। জলের প্রধান পাইপ ভেঙে পড়ে। লিলুয়া থেকে শিবপুর, সি রোড থেকে বি রোড; প্রায় গোটা উত্তর হাওড়া কার্যত জলশূন্য। তার উপরে আতঙ্ক বাড়ায় খবর, ভাগাড়ের চাপে আশপাশের বহু বাড়িতে ফাটল। নজরদারির অভাবেই কি এই বিপর্যয় না কি অন্য কারণ!

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাগাড়ে দীর্ঘদিন কোনও নজরদারি ছিল না। একসময় ভাগাড়ের ভিতর গ্যাসের পাইপলাইন ছিল, সেটাও অবহেলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে ময়লার পাহাড় এতটাই ভারী হয়েছে যে, নীচের মাটি তা ধরে রাখতে পারছে না। ফল, একের পর এক ধস। দোষারোপের পালা, কিন্তু দায় কার! উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী সরাসরি পুর প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর দাবি, কেএমডিএ-র নতুন পাইপলাইনের মাত্র ৭০ মিটার কাজ বাকি ছিল। সেই কাজ শেষ হলেই আজকের জলকষ্ট হত না। তাঁর কথায়, 'মানুষ অকারণে ভুগছেন।'

যদিও এখানেই উঠছে প্রশ্ন; গৌতমবাবু নিজেই একাধারে বিধায়ক তথা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল অবধি তিনিই ছিলেন নির্বাচিত বোর্ডের জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য। তাই তাঁর এই অভিযোগ কি নিজের ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার কৌশল, না কি দায় এড়ানোর চেষ্টা, তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'উনি নিজেও পুরসভার দায়িত্বে রয়েছেন। ৭০ মিটার পাইপ জোড়ার কাজ বেনারস রোড সারানোর সময়ই হতে পারত।'

যদিও এ হেন বিষয়ে শাসক দলকে বিঁধতে ছাড়ে নি গেরুয়া শিবির। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই-এর কটাক্ষ, 'শনিবার বিশ্ব জল দিবসে উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষকে জলের জন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই পুরসভা। এই ঘটনা স্পষ্ট পুরসভার ব্যর্থতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে। এরা কাটমানি খেয়ে নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়েও এদের শিক্ষা হয়নি।' আশ্বাস মিললেও তা আদৌ কতটা কার্যকর হচ্ছে! শনিবার ভাগাড় এলাকা পরিদর্শনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'এটা একটা বড় বিপর্যয়। সরকার সহানুভূতিশীল। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ভাগাড় সরানোর পরিকল্পনা করা হবে। আপাতত ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে, খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর পরিকল্পনার খাতা খুলে সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কি কমছে! সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ভাগাড় রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারি যে দীর্ঘদিন শিকেয় ছিল, সেই অব্যবস্থার হিসাব কেউ নেবে, তার উত্তর নেই।

এই রাজনীতির দড়ি টানাটানির মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই জানেন ফাটল তাঁদের বাড়িতে, জল নেই তাঁদের কলের মুখে, অন্ধকার তাঁদেরই ঘরে। পুরসভা বলছে 'আমরা দেখছি', বিধায়ক বলছেন 'ওরা করেনি', বিরোধী কটাক্ষ 'চরম অব্যবস্থাপনা'র। যদিও এর সমাধান কোথায় কারুর কাছেই সেই উত্তর নেই। ধস আবার হবে, পাইপলাইন আবার ভাঙবে। জলহীন হবে উত্তর হাওড়া। রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে শুধু পিষ্ট হবে সাধারণ মানুষ। ভাগাড়ে ময়লার স্তূপ যেমন জমে জমে একদিন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে, তেমনই বছরের পর বছর নজরদারির শৈথিল্য, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, আর দায় এড়ানোর সংস্কৃতি জমতে জমতে মানুষের জীবন-জীবিকায় ধস নামায়। এতদিন ধরে কেনো দেখা হল না ভাগাড়ের ভিতরকার ক্ষয়, কেনো বোঝা গেলো না পাইপলাইনের দুর্বলতা, এর উত্তর নেই কারোর কাছেই। বিরোধী থেকে এলাকার বাসিন্দারা বলছেন ভাগাড়ের দেয়াল নয়, ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তিও। আজ বেলগাছিয়া, কাল অন্য কোথাও। দৃশ্যপট একই, একদিকে শাসক দলের প্রতিনিধি দোষ চাপান পুরসভার ঘাড়ে, অন্যদিকে পুরসভার কর্তা তা ঠেলে দেন জনপ্রতিনিধির দিকে। মাঝখানে জলহীন, নিরাপত্তাহীন সাধারণ মানুষ।

তাই প্রতিবার মানুষের মাথার উপরেই ধস নামবে, আর রাজনৈতিক মহল কেবল দোষ চাপানোর খেলায় মেতে উঠবে। সমাধান সূত্র এবারও চাপা পড়ে থাকবে ভাগাড়ের আবর্জনার নিচেই।

বাসিন্দাদের দাবি, ভাগাড়ে এখনই ময়লা ফেলা বন্ধ হোক। শনিবার বিকেলে ভাগাড় সংলগ্ন এলাকায় কাজের অগ্রগতি দেখতে আসেন জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকেরা। পরিদর্শনের পর তাঁদের চলে যাওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বেলগাছিয়া ভাগাড়ের পাশে থাকা বাসিন্দারা। তাঁদের সাফ দাবি, ভাগাড়ের যে অংশ পাহাড় সমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অবিলম্বে সেটি সরাতে হবে। তা না হলে পরবর্তী ধস তাঁদের দিকেই আসবে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, প্রশাসনের তৎপরতা দেখানোর মাঝেও ভাগাড়ে এখনও ময়লার গাড়ি ঢুকছে। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে ময়লার গাড়ি প্রবেশ বন্ধ না হলে, আগামী দিনে নিজেরাই গাড়ি ঢুকতে বাধা দেবেন।

শনিবার বিকেলে হাওড়া বেলগাছিয়া ভাগাড়ের এলাকায় পরিদর্শন করতে আসেন হাওড়া জেলার বিজেপি সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এই ঘটনা ঘটার পর শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূরণ করার জন্য ধার্য দিন অবধি তারা দেখবেন। তারপরে তারা এই বিষয়টিকে সামনে রেখে রাস্তায় নামবেন।

যদিও এত কিছুর পরেও প্রশাসনের নজর কি এবার সত্যিই ঘুরবে, না কি সবকিছু চাপা পড়ে থাকবে ময়লার স্তূপের তলায়, তারই উত্তর খুঁজছেন এলাকার বাসিন্দারা।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name & Address

This is to notify the public that my name was previously Mina Singh, which has now been changed to Meena Singh. My address is 269 G T Road, RD Mall, Prithvi Building, 3rd floor, Liluah, Howrah- 711204. In the future, please refer to me by my new name and address.Old Name: Mina Singh New Name: Meena Singh Old Address: 7, Sanatan Mistry Lane, 4th floor Howrah-711106 New Address: 269, G T Road, RD Mall, Prithvi Building, 3rd floor, Liluah, Howrah-711204.

CHANGE OF NAME

I, **Swapan Kumar Dey**, S/o Lt. Bhabaranjan Dey, resident of Vill. + P.O. - Tangra Colony, P.S. - Bongaon, Dist. - N 24 Pgs in W.B.- 743251, do hereby declare that I have changed my name from Swapan Dey to Swapan Kumar Dey and henceforth I shall be known as Swapan Kumar Dey in all purpose, vide Affidavit No. 3286 dated 20.03.2025 sworn before the Notary Public at Bongaon, N 24 Pgs. That **Swapan Kumar Dey** and **Swapan Dey** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Kedernath Chakraborty** S/o, Late Prasanta Chakraborty R/o, Flat 4A, D.D.Tewari Road, Opp. Sebalay Nursing Home, Kotalhat, Burdwan, P.O. - Nutanganj, P.S. - Burdwan Sadar, Dist. - Purba Bardhaman - 713102, WB shall henceforth be known as Kedar Nath Chakraborty as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman vide Affidavit No. 496 dated 20.03.2025. That **Kedernath Chakraborty** and **Kedar Nath Chakraborty** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **ANKIT KUMAR OJHA**, S/o Bishnu Shankar Ojha, R/o 831/B, S.K. Nagar, P.O. Pravashnagar, P.S. Serampore, Dist- Hooghly 712249. W.B. hereby declare vide an Affidavit In The Court of Ld. 1st Class Magistrate Judicial Serampore Hooghly dated 21.03.2025 that my name has been **wrongly recorded as ANKIT OJHA** as per my Birth Certificate Registration No. 460 & Date of Registration 18/04/2005 in place of **actual name ANKIT KUMAR OJHA.**
ANKIT KUMAR OJHA, and **ANKIT OJHA**, is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে মার্চ। নবমী তিথি। রবিবার, ৯ ই চৈত্র। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি: পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সংশোধনী

গত ইং ১৯.৩.২০২৫ তারিখের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ২ পাতার ৫ম কলামের ৩নং বিজ্ঞাপনের ৫ নং লাইনে **"ADSR"** লেখাটি **"DSR"** পড়িতে হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে সাবেক সাং ও পোঃ-বিক্রমপুর, থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, হাল সাং- ২২/৩ এইচ/৫ রাজা মনিন্দ্ররোড, পো:- বেলগাছিয়া, থানা-টালা, জেলা-কলকাতা-৭০০০৩৭(পশ্চিমবঙ্গ) নিবাসী **নাদিরা বেগম**, স্বামী জাফরুল্লা মোল্লা বিগত ইংরেজি ১৮-০৯-২০২০ তারিখে IV-64/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহার পক্ষে **জাফরুল্লা মোল্লা** পিতা মৃত ফয়জুল্লা মোল্লা ওরফে ফজাই মোল্লাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে জাফরুল্লা মোল্লা কে উক্ত নাদিরা বেগম আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এছাড়াও বিগত ইংরেজি ১৮-০৯-২০২০ তারিখে IV-63/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহার পক্ষে **জাফরুল্লা মোল্লা**, পিতা মৃত ফয়জুল্লা মোল্লা ওরফে ফজাই মোল্লা কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে জাফরুল্লা মোল্লাকে উক্ত নাদিরা বেগম নিযুক্ত করেন। উক্ত দুটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে জাফরুল্লা মোল্লা বিগত ইংরেজি তারিখে 04/11/2020 একখণ্ড বিক্রয় কোবালা দলিলবলে **সেলিনা খাতুন** কে বিক্রি করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া বা আমমোক্তারনামা দলিল লইয়া বা বিক্রয় কোবালা দলিল লইয়া যদি কারো কোন ওজর আপত্তি থাকে তাহলে আগামী এক মাসের মধ্যে নাকাশিপাড়া B.L & L.R.O অফিসে এসে আপত্তি প্রদান করিবেন। তপশিল, জেলা-নদীয়া, থানা-নাকাশিপাড়া, মৌজা-৬ নম্বর বিক্রমপুর। এল.আর. খতিয়ান-5868, 5870, 5871, দাগ নাম্বার-2631, 2632, 2634. উক্ত দাগ তিনটিতে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৯ শতক।

Ataur Rahaman (Advocate)
F-97/2011

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ অলিপুর মৌজায় অবস্থিত এল.আর. ৭২৮ নং দাগে থাকা recorded owner অনিতা সরকার সহ একাধিক ব্যক্তির নাম বরাবর থাকাকালীন, উল্লিখিত অনিতা সরকারের ওয়ারিশানগণ মধ্যস্থ তিন কন্যা তথা তপতী বসু (সরকার), কাজলী বসু রায় (সরকার) সহ রীতা ঘোষ (সরকার) হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ১২/০৯/২০১১ তারিখে IV-35/2011 এবং গত ইং ১২/০৬/২০২০ তারিখে IV-29/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে তাঁহাদের সহোদর ভ্রাতা তথা প্রদীপ সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করিলে প্রদীপ সরকার উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে উক্ত সহোদর বোনেদের অংশ সহ তার নিজ অংশ গত ইং ২২/০২/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮০৮/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলগণ তথা শুভ পাত্র সহ ধ্রুব পাত্রকে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বিএল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakahman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore
Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ অলিপুর মৌজায় অবস্থিত এল.আর. ৭২৮ নং দাগে থাকা recorded owner অনিতা সরকার, শ্যামল সরকার, সমীর সরকার, সুজিত সরকার এর নাম বরাবর থাকা অবস্থায়, উল্লিখিত সমীর সরকারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী শুভ্রা সরকার গত ইং ০৮/০৩/২০১৭ তারিখে ও ২৬/০৬/২০২০ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-21/2017 ও IV-34/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে তাঁহার পুত্র তথা শুভজিৎ সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করিলে শুভজিৎ সরকার উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে তার মায়ের অংশ সহ তার নিজ অংশ গত ইং ২২/০২/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৬৪/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলগণ তথা শুভ পাত্র সহ ধ্রুব পাত্রকে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বিএল.এ্যান্ড এল আরও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakahman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore
Court, Hooghly

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল **পার্থপ্রতীম পাইন**, পিতা- ৺লালচাঁদ পাইন, সাং শুকচর পঞ্চাননতলা রোড, পোঃ শুকচর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা গত ইং ১২.০৭.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-7174/ 2023 নং একখানি কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৮৮নং জাহাঙ্গীরপুর মৌজায় ৫৬৪নং খতিয়ানে ৯০৪, ৯২০/৪০০২ নং দাগে মোট ৬.৬০ শতক সম্পত্তি **শ্রী গান্ধী কুণ্ডু**, পিতা- ৺ব্রজবল্লভ কুণ্ডু, সাং হরিপদ চ্যাটার্জ্জী রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত গান্ধী কুণ্ডু উক্ত সম্পত্তি গত ইং ২৪.০১.২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-1122 / 2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সুমন ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আরও ১৬ লক্ষ আবেদনকারিকে আবাস দেওয়া হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত আরও ১৬ লক্ষ আবেদনকারিকে মাথার উপরে পাকা ছাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার শহরাঞ্চলের গরীব মানুষের জন্য আগামী পাঁচ বছরে দুলক্ষের বেশি বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে রাজ্য সরকার। পুর এলাকায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গেছে। শহরাঞ্চলে প্রতিটি বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্য দেয় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। কেন্দ্র দেয় দেড় লক্ষ টাকা। কিন্তু এই খাতেও কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা প্রাপ্য আটকে রয়েছে বলে রাজ্য সরকার দাবি করেছে। সম্প্রতি বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষদের জন্য মাথার উপর ছাদ সুনিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং হচ্ছেও। উত্তরণবাসীদের পুনর্বাসন এবং ক্রেডিট লিঙ্কড ভর্তুকির মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। বসবাসযোগ্য বাড়ি তৈরির সহায়তা ছাড়াও উন্নত সামাজিক মর্যাদা প্রদানেরও ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি বাড়ি তৈরি হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের জন্যে আরও ২ লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে উত্তরণবাসীদের জন্যে চারতলা বাড়িও তৈরি হয়। এক একটি বাড়িতে ১৬টি পরিবার বসবাসের জন্য ফ্ল্যাট পেয়ে থাকেন। কলকাতা শহরেই এমন ৩,৫৪২টি ইউনিট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে ১০ হাজার ইউনিট তৈরি লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বদলি প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল রূপান্তর, লিখিত আবেদন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের বদলি ও পোস্টিং প্রক্রিয়ায় বড়সড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। এবার থেকে বদলির আবেদন আর হাতে লেখা নয়, সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতেই করতে হবে। নবান্নের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সমস্ত পুলিশ কর্মীদের বদলির আবেদন করতে হবে আইপিপিএমএস মোবাইল অ্যাপ অথবা এইচআরএমএস পোর্টাল ব্যবহার করে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, বদলির জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ১৮ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে; যেমন শারীরিক অসুস্থতার জন্য বদলির প্রয়োজন হলে; সারা বছরই আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ, নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর কোনও রকম লিখিত আবেদনপত্র আর গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি, পূর্বে জমা পড়া লিখিত আবেদনপত্রগুলিও বাতিল বলে গণ্য হবে। পুলিশ কর্মীদের সুবিধার্থে প্রতিটি জেলা ও ইউনিট সদর দফতরে খোলা হবে বিশেষ 'সহায়তা কেন্দ্র', যেখানে প্রশিক্ষিত কর্মীরা অনলাইন আবেদন করতে সহায়তা করবেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আর্মড ও আন-আর্মড সাব-ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর, সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর (মোটর পরিবহণ বিভাগ), কনস্টেবল, মহিলা কনস্টেবল ও পুলিশ ড্রাইভার-রা অনলাইনে বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রশাসনের আশা, এই ডিজিটাল ব্যবস্থায় বদলির প্রক্রিয়া হবে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও দক্ষ। পাশাপাশি, প্রতিটি জেলা, ইউনিট ও ব্যাটালিয়নের ট্রুপ্ত-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট সব কর্মীর কাছে এই নতুন নিয়মের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামোয় গতি আসবে এবং বদলির আবেদনপত্র সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃষ্টিভেজা কলকাতা। গনেশ চন্দ্র এভিনিউয়ে তোলা ছবি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হল। ১৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে ভোটাভুটিতে বর্তমান কর্মকর্তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেন। গত এক বছরে পরিষদের চিত্রশালার (মিউজিয়াম) সম্পূর্ণ নবরূপায়ন হয়েছে। পরিষৎ-ক্রীত টালাপার্কে কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের বাইরের অংশ মেরামত করে রং করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় গ্রন্থাগারের ও পুথিশালার পাঠক পরিষেবা উন্নত করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন, সভাপতি রতনকুমার নন্দী, সহ-সভাপতি আশিস খাস্তগীর, অভিজিৎ রায়, অরুণ ঘোষ, সুবীর চট্টোপাধ্যায়, মনস্বিতা সান্যাল, উৎপল মণ্ডল, শঙ্করকুমার নাথ, রঙ্গনকান্তি জানা, সম্পাদক রমেনকুমার সর, সহ-সম্পাদক অলোক দাস, পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন সরদার, গ্রন্থশালাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, চিত্রশালাধ্যক্ষ সুবীর ভট্টাচার্য, পুথিশালাধ্যক্ষ সুব্রত রায় চৌধুরী।

রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে হাজার কোটি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। তাই আগামী আর্থিক বছরে গ্রামীণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। মূলত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মিত পুরনো রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজে এই টাকা ব্যবহার করা হবে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে। আগামী আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৪৪ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র পিএমজিএসওয়াই এবং আরআইডিএফ প্রকল্পে নির্মিত পুরনো রাস্তা সংস্কারের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে খবর।

২০২০ সালে প্রথমবার রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ঘাট উন্নয়নের জন্য পথশ্রী প্রকল্প চালু করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের কাজ চলছে।

হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনে একাধিক ট্রেন বাতিল ও সময়সূচি পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনে ট্র্যাক, সিগন্যাল এবং ওভারহেড ইকুইপমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক পরিকল্পনা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এর ফলে আগামী ২২ ও ২৩ মার্চ বেশ কিছু ট্রেনের চলাচলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে ২৩ মার্চ (রবিবার) ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই দিন ট্রেন বাতিলের তালিকায় রয়েছে হাওড়া থেকে ৩৬০৩৩, ৩৬৮২৩ নম্বর ট্রেন। চন্দনপুর থেকে ৩৬০৩৪, বর্ধমান থেকে ৩৬৮৩৬। ২৩ মার্চ ট্রেনের সময় পরিবর্তনের তালিকায় রয়েছে ৩৬৮২৫ হাওড়া-বর্ধমান লোকাল (কর্ড লাইন) সকাল ১১ টা ২২ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ৩৬৮৩৮ বর্ধমান-হাওড়া লোকাল (কর্ড লাইন) সকাল ১১ টা ৪৮ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ১২ টা ৪৮ মিনিটে বর্ধমান থেকে ছাড়বে। নিয়ন্ত্রিত দূরপাল্লার ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে ০২০২৪ পাটনা-হাওড়া স্পেশাল, ২২৫১২ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক (টি) কর্মভূমি এক্সপ্রেস, ১৩৪৩৪ মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। শিয়ালদা বিভাগের বনগাঁ স্টেশন এলাকায় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২২ মার্চ রাত ১১ টা ১০ মিনিট থেকে ২৩ মার্চ সকাল ৬ টা ১০ মিনিট পর্যন্ত (মোট ৪২০ মিনিট) ট্রাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২৩ মার্চ ট্রেন বাতিল থাকছে, বনগাঁ-রানাঘাট শাখা আপ ৩৩৭১১, ৩৩৭৪১ ও ডাউন ৩৩৭১২, ৩৩৭১৪। ৩৩৮১২ বনগাঁ-শিয়ালদা লোকাল ২৩ মার্চ চাঁদপাড়া থেকে চলাচল করবে। ৩৩৮১৪ বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকাল ২৩শে মার্চ গোপালদঙ্গা থেকে চলাচল করবে। ৩৩৮১১ ও ৩৩৮১৩ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল ২৩ মার্চ চাঁদপাড়া স্টেশনে যাত্রা সংক্ষিপ্ত হবে এবং ৩৩৮১৬ ও ৩৩৮১৮ বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকাল ২৩ মার্চ চাঁদপাড়া থেকে চলাচল করবে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের এই পরিবর্তিত সূচি সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত হওয়ার ও যাত্রার পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছে।

পথকুকুরকে খাওয়ানোর 'অপরাধে' খুন, দোষীর ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথকুকুরকে নিয়মিত খাওয়ানোর অপরাধে প্রতিবেশীকে খুন করে দশ বছরের কারাদণ্ড! হাওড়া আদালতের ইতিহাসে এই রায় প্রথম, বলছে ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার হাওড়ার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সোমেশ প্রসাদ সিনহা এক পশুপ্রেমীকে নৃশংসভাবে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত শম্ভু বাগকে দশ বছরের জেল ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ'মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে। সরকারি আইনজীবী ব্রজেন্দ্রনাথ শাসমল জানান, ২০১৪ সালের ২৫শে জুন হাওড়া বি গার্ডেন থানার দক্ষিণ বাকসড়ার ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা বানেশ্বর সাউ (৫৪) প্রতিদিনের মতো পথকুকুরদের খাবার দিচ্ছিলেন। সেই সময় প্রতিবেশী শম্ভু বাগ তাঁকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। বানেশ্বরবাবু প্রতিবাদ করলে শম্ভু পিছন থেকে একটি কাঠের

বাটাম জাতীয় বস্তু দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বানেশ্বরবাবু। তড়িঘড়ি তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় মামলার প্রক্রিয়া। মামলায় মোট ১৫ জন সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে বিচারক শম্ভু বাগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। রায়ের পর আদালতের চত্বরে খুশির হাওয়া পশুপ্রেমী মহলে। অনেকেই বলছেন, অবলা জীবদের প্রতি হিংসাত্মক মানসিকতা রুখতে এই রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৩ মার্চ ২০২৫, ৯ চৈত্র, রবিবার

নারী নিরাপত্তার দাবিতে মিছিল বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী নিরাপত্তার দাবিতে মিছিল বঙ্গ বিজেপি-র। শনিবারের এই মিছিলে উপস্থিত বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এরপরই বিবি গঙ্গোপাধ্যায় স্ট্রিটে বিজেপির মিছিল আটকানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপরই এই মিছিল আটকানোকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, শনিবার কলেজ স্কোয়ার থেকে বৌ-বাজার পর্যন্ত মিছিল করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রেস্তোরাঁ-ক্লাবে মহিলা কর্মীদের নিয়োগ বন্ধের দাবিতে এই মিছিল করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এরপরই এই মিছিল ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো কথাকাটাকাটি শুরু হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। অপরদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে এই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তবে এদিনের এই ঘটনায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। সেই আন্দোলনে লাঠিচার্জ করে, ধাক্কাধাক্কি করে মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে অযথা উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করবেন না। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি। চোর তৃণমূল কংগ্রেস নই যে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে যাব। একটা পুরনো আইন ছিল, যেখানে বার-রেস্তোরাঁয় কাজ করার বাধা ছিল। তৃণমূল সেই আইনের পরিবর্তন এনেছে। আমরা নারী-পুরুষ সমান মনে করি। দু'জনেরই কাজ করার সমান অধিকার রয়েছে। তাতে আপত্তি নেই।'

এই প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু এও জানতে চান, 'যেখানে একজন শিক্ষিত ডাক্তার ডিউটির সময় ধর্ষণ এবং খুন হয়ে যান, সেখানে কোন সাহসে একজন মেয়ের বাড়ির লোক তাঁকে রেস্তোরাঁ-বারে কাজ করতে বলবেন? কে দেবে সুরক্ষা? পুলিশ গ্যারান্টি দেবে তো?'

আইপিএল-এ প্রতি ম্যাচে আসন পিছু বিনোদন কর চাপানোর ভাবনা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভায় আইপিএল প্রসঙ্গ তুলে আসন পিছু কর ধার্য করার প্রস্তাব তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে-র। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন সিএবি সচিবের দাবি, প্রতি ম্যাচ বাবদ আসন পিছু ৫০ টাকা বিনোদন কর চাপানো হোক।

পুরসভায় শনিবারের মাসিক অধিবেশনে বিশ্বরূপ প্রস্তাব রাখেন, যেহেতু আইপিএল একটি বিনোদন যুক্ত প্রফেশনাল ক্রিকেট লিগ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অনেকটাই আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ, তাই কর ধার্য করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, কলকাতা পুরসভার আইপিএল ম্যাচ চলাকালীন দর্শকের আসন পিছু অন্তত ৫০ টাকা করে বিনোদন কর ধার্য করা উচিত। কারণ, ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামের বি এবং এল ব্লকের টিকিটের দাম ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। যা অতীতে কোনও দিনই ছিল না। একই ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ক্লাব হাউসের বা প্রিমিয়াম টিকিটের কোনও মূল্য ছিল না। অথচ আইপিএলের ক্ষেত্রে সেই একই টিকিটের মূল্য ৬ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সিএবির প্রাক্তন সচিব। বিশ্বরূপের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে বিনোদন বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের দাবি, তিনি বিশ্বরূপ দের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বস্তুত, কলকাতা পুরসভার বিধি অনুসারে ২০২৪-২৫ সালের বিনোদন করের যে তালিকা আছে, সেই তালিকা অনুযায়ী 'সি' ক্যাটাগরিতে আউটডোর গেম শো তালিকায় ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আসন পিছু ১৫ টাকা বিনোদন কর ধার্য করা আছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার দেখা উচিত, কলকাতায় আন্তর্জাতিক খেলা হলে যে বিনোদন কর নেওয়া হয়, আইপিএলের মতো বিনোদনমূলক ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও সেই পার্থক্য কেন থাকবে এমন প্রশ্নও তুলতে দেখা যায় প্রাক্তন সিএবি সচিবকে।

সরকারি মদতেই রাজ্যে জাল ওষুধের রমরমা: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি মদতেই রাজ্যে জাল ওষুধের রমরমা। শনিবার এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাল ওষুধ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, 'নিম্নমানের ওষুধ যেখানে তৈরি হচ্ছে। সেই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় অভিযান করা হচ্ছে না। অথচ ওষুধের দোকানে অভিযান চালানো হচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাংলায় নাকি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো। তাহলে ওনার নিজের ভাইপো কেন আমেরিকায় চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন।' তাঁর দাবি, 'উন্নত চিকিৎসা পাবার জন্য এখন বাংলা থেকে অনেকেই চেন্নাইতে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন।' ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান নিয়ে এদিন সুর চড়ালেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। তাঁর দাবি, ভালো চিকিৎসক যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁরা ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রোগীদের ওষুধ কিনতে নিষেধ করেন।

অভয়ার খুনের কারণ নিয়ে তার সাফ বক্তব্য, 'আর জি কর হাসপাতালে জাল ওষুধ যোগান-সহ নানান চক্রের বিষয়ে অভয়া জানতে পেরেছিল। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়া হল।' কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জনো ঔষধি কেন্দ্র খোলার প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'জেনেরিক ওষুধের দোকান থেকে সুলভে সেরা মানের ওষুধ মিলছে। কিন্তু বাংলায় ৯৯.৯ শতাংশ জাল ওষুধ মিলছে।' তাঁর দাবি, 'জাল ওষুধ কাণ্ডে জড়িতদের বিদেশে ফাঁসির সাজা আছে। এখানেও জাল ওষুধ প্রস্তুতকারকদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।'

উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে ফের বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসে ফের বদল। আবারও বদল আনার খবর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রের। একইসঙ্গে সংসদ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, স্কুলগুলিতে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা সময়মতো পৌঁছে যাবে। এবার বিশেষত উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারে বদল আনা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় ভাষায়, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজির সিলেবাসে বদল আনা হয়েছে। এতদিন ইংরেজি পাঠ্যক্রমে রাখা হয়েছিল প্রখ্যাত ইংরেজি লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফের 'এ রুম ফর ওয়ান'স ওন' গদ্যটি। সেটি বাদ দেওয়া হল পাঠ্যক্রম থেকে। বাদ দেওয়া হয়েছে অ্যান্টোন চেকঅভ-এর 'দ্যা বেট'গল্প, নাটকের ক্ষেত্রে মহেশ দাত্বানির 'তারা' নাটকটিও বাদ দেওয়া হয়েছে। তার বদলে জেএম সিঞ্জ-এর 'রাইডারস টু দ্য সি' রাখা হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তৃতীয় সিমেস্টারের এমসিকিউ এবং চতুর্থ সিমেস্টারের বাধ্যতামূলক প্রশ্ন আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের দু'টি সেমেস্টারে পড়তে হবে নাটকটি।

ট্যাবের টাকা গায়েব, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েব প্রসঙ্গে এবার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ শুরু রাজ্যের। তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বিভাগীয় তদন্ত শুরু করল রাজ্য। ঘটনায় তিন শিক্ষককে শো-কজ করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বিভাগীয় তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ইতিমধ্যেই তিন শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে। পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েবের ঘটনার তদন্তে উঠে আসে শিক্ষকদের নাম। তারপরেই পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ স্কুল শিক্ষা দপ্তরের। প্রসঙ্গত, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব কিনতে, 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে পড়ুয়া প্রতি ১০ হাজার টাকা করে দেয় রাজ্য সরকার। সেই টাকা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। রাজ্যের একাধিক স্কুলের পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েবের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়ার মতো দশা হওয়ার আশঙ্কা কলকাতারও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে ধরেছে ফাটল। রাস্তা ফেটেছে। এখন এই অবস্থা হাওড়ার বেলগাছিয়ার। সেখানে পরপর তিনদিন ধস নেমেছে। যার জেরে রাস্তায় প্রচুর মানুষ। বুঝতে পারছেন না এখন কী করবেন বা কোথায়ই বা যাবেন। কপালে ভাঁজ সকলের। তবে এই অবস্থা হতে পারে কি কলকাতারও! আবর্জনার পাহাড়েও একই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্তাদের।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, সম্প্রতি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তরফে বিভাগীয় মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার এবং পুরসভার কমিশনারকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে কলকাতা পুরসভার ৪০ একর জমিতে দৈনিক আবর্জনা পড়ে। মোট ৬০ একর জমিতে মূলত আবর্জনা ফেলা হয়। ২০ একর জমি থেকে আবর্জনা তুলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে ওই জমি ফাঁকা করা হয়েছে। কিন্তু আবর্জনা ফেলার চাপ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ফাঁকা জমি কতটা রাখা সম্ভব হবে, সেটা নিয়েই দুশ্চিন্তায় কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভার এলাকার আবর্জনা পড়ে ৪ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু তিলোত্তমার উপর চাপ বাড়িয়েছে বিধাননগর, নবদিগন্ত-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, এমনকী পানিহাটিও। জঞ্জাল ফেলার পরিকাঠামো না তৈরি হওয়ায় এই এলাকাগুলির যাবতীয় আবর্জনা ফেলতে হচ্ছে কলকাতা পৌরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। যার পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১ হাজার মেট্রিক টন। এর পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রের খবর, গরম পড়লেই আতঙ্ক এবং চিন্তা দুইই বৃদ্ধি পায় কলকাতা পুরসভার। কারণ আবর্জনার জমতে জমতে বর্তমানে ৪০ একর জমিতে প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন আবর্জনা জমে রয়েছে।

এই আবর্জনার জমে জমে ভূ-গর্ভে ব্যাপক পরিমাণে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। নিত্যদিন আবর্জনার পাহাড় থেকে আগুন বেরতে দেখা যাচ্ছে। এমনকী বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নেমেছে। আর এখানেই বিভাগীয় আধিকারিকদের আশঙ্কা, আবর্জনার পাহাড় যদি খালি না করা যায় তাহলে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বড়সড় ধস বা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। রিপোর্টে গোটা বিষয়টি সব ইস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর।

এখানেই শেষ নয়, রিপোর্টে এও বলা হয়েছে,পুরনো আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় নতুন আবর্জনার তার উপরে পড়ায় ভূ-গর্ভে তার প্রভাব পড়ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশপাশের অংশ এবং পরিবেশ রীতিমতো তপ্ত হয়ে উঠছে। বাতাসের গরম অবস্থা এবং ভূ-গর্ভ থেকে গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কোনও ভাবেই বিপর্যয় আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে,বর্তমানে জঞ্জাল পৃথকীকরণ এবং কম্প্যাক্টর বসিয়ে আবর্জনা সংকুচিত করার কাজ করা হলেও, আবর্জনার চাপ কোনওভাবেই কমেনি। অন্যান্য পুরসভা বা কেএমডিএ এলাকার চাপ পুরসভাকি নিজের ঘাড়ের উপর বইতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেয়র পারিষদ মলয় মজুমদার জানান, 'গরমের সময় আমাদের জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে যাতে আগুন না লাগে। মিথেন গ্যাস বেরলে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এটা নিয়ে সমস্যা হয় না। আমার অনুমান হাওড়ার মতো সম্ভাবনা কলকাতার ক্ষেত্রে নেই। যেখানে ময়লা ফেলি, তার থেকে গ্রামগুলি দূরে অবস্থিত। কলকাতার ময়লার বড় অংশ রিপ্রসেসিং হয়।'

নারকেলডাঙার বহুতলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শনিবার সাতসকালে নারকেলডাঙা মেন রোড সংলগ্ন জালা ময়দান এলাকায় আগুন লাগে এক বহুতলে। পাঁচতলার এই বহুতলটির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা কাজের গোডাউনে আগুন লাগে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ প্রথম গোডাউন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখতে পান তাঁরা। কিছু সময়ের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। খবর যায় দমকলে। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে যায় দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ।

তবে দমকল পৌঁছালেও স্থানটি ঘন জনবসতি ও ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দমকল কর্মীদের পৌঁছতে বেশ খানিকটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। দমকল কর্মীদের পাশাপশি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা বহুতলের বাসিন্দাদের নিরাপদে সকলকে নামিয়ে নিয়ে আসেন। এরফলে এই ঘটনায় আপাতত হতাহতের কোনও খবর নেই। বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা গোডাউনে প্রচুর পরিমাণ কাগজের বাক্স ও নানা ধরনের দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন বড় আকার ধারণ করে। গোটা এলাকা ধোয়াঁয় ঢেকে যায়। সাত সকালে আগুনের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও তারপরেও দীর্ঘ সময় ধরে জল দিয়ে গোটা এলাকা ঠাণ্ডা করার কাজ চালানো হয় দমকলের তরফে। তবে এদিনের এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে গোডাউনের ভিতরে থাকা সবকিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে বন্ধ থাকা অবস্থায় কিভাবে ওই গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। দমকলের কর্তারা এই প্রসঙ্গে জানান, গোটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরেই অগ্নিকাণ্ড কীভাবে ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে। সেক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি থাকলে গোডাউনের মালিকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রথতলা ফিঙ্গাপাড়া গার্লস হাই স্কুলে বসন্ত উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসন্ত উৎসব প্রকৃতির নবজাগরণের প্রতীক। এই উৎসবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলে। শনিবার কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙ্গাপাড়া গার্লস হাই স্কুলে ঘটা করে উদযাপিত হল বসন্ত উৎসব। স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা একত্রিত হয়ে নাচ, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে বসন্ত উৎসব উদযাপন করলেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রুমা সাহা একক নৃত্য পরিবেশনও করেন। অপরদিকে বিজ্ঞানের শিক্ষিকা তথা অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা শ্রীলা ভট্টাচার্য বলেন, 'শান্তিনিকেতনের আদলে স্কুলে বসন্ত উৎসব পালন করা হল।' বাংলার শিক্ষিকা ফুলেশ্বরী শিকারি বলেন, 'মূলত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা এই স্কুলে পড়াশুনা করে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের বসন্ত উৎসবে সামিল করা হয়েছে, এটা বড় বিষয়।'

জমির চরিত্র বদলে হাতানোর চেষ্টা, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতারাতি জমির চরিত্র বদল করে তা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার তারদহ কাপাসাইট মৌজা। অভিযোগের আঙুল পুরোটাই উঠছে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম মণ্ডলের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, তারদহ কাপাসাইট মৌজার ১৩১৩, ১৪৬৫, ১৫২৮ সহ একাধিক দাগের জমির চরিত্র বদল করে বড়বড় পাঁচিল তুলছে এলাকার শাসকদলের নেতারা। অথচ, এই জমি এতদিন পেটের ভাত জোগাত। হাত ছাড়া হলে দিন চলবে কী করে, ভাবাচ্ছে স্থানীয়দের। বিরোধীদের অভিযোগ শাসকদলের মদতে এই অবৈধ কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষার জন্য দক্ষিণ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বিরাট অংশের জমিকে জলাভূমি হিসাবে ঘোষণা করেছিল আগের বাম সরকার। যার মধ্যে ভাঙড়ের বামনঘাটা, তারদহ, বেঁওতা ১, বেঁওতা ২ সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলের কয়েক হাজার জমি রয়েছে। অভিযোগ, সেখানেই বিঘার পর বিঘা জমি ভরাট করে কংক্রিটের নির্মাণ শুরু করছে শাসকদলের নেতা। তা ঘিরেই তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। এদিকে এই জলাভূমিতেই মাছ, কোথাও ধান চাষ করে কোনওরকমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে কয়েকশো পরিবার। অভিযোগ কাগজে-কলমে জমির চরিত্র বদল করে জোর করে দখল করে নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রশাসনের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার লোকজন কাঠগড়ায় তুলছেন তারদহ অঞ্চলের তৃণমূল নেতা এই গৌতম মণ্ডলকে।

পানিহাটিতে আর্থিক প্রতারণা কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ার ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধীনগর এলাকার ঘটনা। প্রতারিত মহিলারা টাকা ফেরৎ চাইতে গেলে তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। যদিও আক্রান্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সন্তু দেবনাথকে গ্রেপ্তারও করেছে। প্রতারিত মহিলা মৌমিতা শীল জানান, সিভিক ভলান্টিয়ার সন্তু দেবনাথের স্ত্রী ডালিয়া মুখার্জি দেবনাথ অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার নাম করে স্থানীয় কয়েকজন মহিলার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। তাছাড়া ঋণদানকারী সংস্থা থেকে লোন করিয়ে সেই টাকাও হাতিয়ে নিয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ারের স্ত্রী। সবমিলিয়ে ডালিয়া মুখার্জি ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মৌমিতা দেবী জানান, গত ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতারিত ছয়জন মহিলা টাকা ফেরৎ চাইতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

১০০ দিনের টাকা না মেলায় কলকাতা পুরসভায় এক সুর বাম-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় তিন বছর ধরে কেন্দ্র বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে বলে বারবার সুর চড়াতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২২ সাল থেকে একাধিক বার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে টাকা ছাড়ার আবেদন জানানো হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সেই অর্থ মঞ্জুর করেনি। এমনই এক প্রেক্ষিতে বিগত তিন মাস যাবৎ শ্রমিকের টাকা না পাওয়া এবং বেতন বাড়ানো নিয়ে কলকাতা পুরসভায় এক সুরে বাজতে দেখা গেল বিজেপি এবং সিপিএম-কে।

শনিবার পুরসভার প্রশ্নমালায় তিন নম্বরে ছিল বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিতের প্রশ্ন। এরপরই সাত নম্বরে সিপিএমের কাউন্সিলর নন্দিতা রায়। দু'জনেরই প্রশ্নের আসল বক্তব্য ছিল একেবারেই এক। তাঁদের বক্তব্য, 'কলকাতা কর্পোরেশনের ১০০ দিনের কাজের যে কর্মপ্রকল্প, তাতে তিন মাস ধরে শ্রমিকদের টাকা আটকে আছে। এদিকে অধিকাংশ গরিব শ্রমিক যাঁরা এই কাজ করে তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন ও পরিবার প্রতিপালন করেন। বিগত তিনমাস যাবৎ যদি টাকা না পান, তাহলে তাঁরা কী ভাবে জীবনধারণ করবেন তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। সেই সঙ্গে টাকা বন্ধ হওয়ার কারণ কী তাও জানতে চান মীনাদেবী পুরোহিত ও নন্দিতা রায়। নন্দিতা রায় ও মীনাদেবী পুরোহিতের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ জানান, 'প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সেই সকল মানুষের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। কারণ, অকারণে তাঁদের মাইনে বন্ধ আছে। আমি এই বিষয় নিয়ে নগরোন্নয়ন থেকে অর্থ দফতরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলাম। পরশু দিন এই সমস্যা মিটেছে।' তবে আগামী তিন দিনের মধ্যেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন ফিরহাদ। এরই পাশাপাশি মেয়র ফিরহাদ হাকিম একশো দিনের টাকা বাড়ানো প্রসঙ্গে মীনাদেবী পুরোহিতকে বিদ্ধ করে বলেন, 'আগে ১ লক্ষ ৭০ কোটি টাকা আগে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এনে দিন। আমি তার থেকে ডবল টাকা ১০০ দিনের জন্য দেব।'

দক্ষিণ কলকাতায় এবার 'সর্বাধিনায়িকা মমতা'র পোস্টারের ছয়লাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অধিনায়ক' আখ্যা দিয়ে অভিষেকের নামে পড়া পোস্টার নিয়ে শুক্রবার দিনভর চলেছে জল্পনা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে দেখা যায় একাধিক পোস্টার, যাতে লেখা 'অধিনায়ক অভিষেক'। নিচে তৃণমূল সমর্থক একটি সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের নাম। দিনভর এই নিয়ে চর্চা চলার পর শুক্রবার রাতেই এলাকা ছেয়ে গেল নতুন একটি পোস্টারে। তাতে লেখা 'সর্বাধিনায়িকা মমতা।'

শুক্রবার রাত ১০টার পর থেকে যাদবপুরের এইট বি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পোস্টার লাগানো শুরু হয়। যেখানে যেখানে অভিষেকের পোস্টার আছে, তার পাশেই লাগানো হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি। প্রশ্ন উঠেছে, শাসক দলের মধ্যে বিতর্ক মেটাতেই মমতার নামে পোস্টারগুলি লাগানো হল কি না তা নিয়ে। শুক্রবার অভিষেকের নামে যে পোস্টার পড়ে তাতে তৃণমূল বিতর্কের কোনও কারণ দেখছে না। আগামী ২৩ মার্চ ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে

বৈঠকে বসছে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সৈনিকরা। আর তার আগেই এই পোস্টার ও পতাকা দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য জানান, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের যতগুলি সমর্থক গ্রুপ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ফ্যাম। অধিনায়ক অভিষেক ওদেরই সংগঠনেরই একটি শাখা। তাই এই পতাকা দেওয়া হয়েছে।' তবে বিরোধীরা বিষয়টাকে সহজ চোখে দেখছে না। কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'এভাবে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও সামনে এসে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল তুমি কার? অধিনায়কের নাকি সর্বাধিনায়িকার? আর এসবের মাঝে ধাক্কা খাচ্ছে রাজ্যের উন্নয়ন।' এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যার টাকা আছে, সে একটা করে পোস্টার দিচ্ছে। আসল কাজ না করে পোস্টারের রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। পোস্টার না লাগিয়ে যাদবপুরে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনুক।'

সম্পাদকীয়

যাদের জন্য শিক্ষা, তারা অপুষ্টিতে ভুগলে সভ্যতার অভিমুখও অন্ধকার হবে

প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল-এর 'ফাউন্ডেশনাল লিটরেসি ও নিউমেরেসি রিপোর্ট' অনুযায়ী, ভারতে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক হলেও বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে সেরার স্বীকৃতি। সর্বোপরি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে স্কুলছুটের জাতীয় গড় ৩.৭ শতাংশ হলেও এ রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে সেই হার শূন্য। এই শিরোপা গৌরবের। তবে সম্প্রতি 'অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট, রুরাল' (এএসইআর) নামে এক অসরকারি সংস্থার সমীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তা শুধু হতাশাব্যঞ্জক নয়, উদ্বেগেরও। আজ চতুর্থ শ্রেণির ৫.২ শতাংশ পড়ুয়া বাংলা অক্ষর চেনে না। ১৬.৪ শতাংশের অক্ষর জ্ঞান থাকলেও তারা শব্দ পড়তে পারে না। প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১৪.৩ শতাংশ ১ থেকে ৯ সংখ্যা চেনে না। সর্বোপরি তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলেও সংখ্যা চেনে না ৪.৪ শতাংশ পড়ুয়া। অধিকাংশ শিক্ষাবিদের বিশ্বাস, পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে আর শেখার তাগিদ নেই। আগ্রহটাই হারিয়েছে, জানার ইচ্ছে মরে গেছে। বিনা পরীক্ষায় উত্তরণের পাকা ব্যবস্থা থাকলে এমনই চিত্রনাট্য রচিত হয়। দিন দিন বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুমনকে আকৃষ্ট করার মতো পাঠ্যক্রম, অনুকূল পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষকদের কর্মশালা আবশ্যক। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রয়োজন ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। আজও ছাত্রদরদি শিক্ষকের অভাব নেই। বুনো রামনাথ, উদয়ন পণ্ডিতরা সভ্যতা থেকে হারিয়ে যান না, পরম নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে তাঁরা আজও সবটাই উজাড় করে দেন। ২০০৯ সালে 'রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট' প্রণীত হওয়ার পর সব শিশুকে শিক্ষার আঙিনায় আনার চেষ্টা হলেও অন্ধকার গ্রামের কচিকাঁচারা আজও অন্ধকারই রয়ে গেছে। আইনে উল্লেখ আছে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ, বার্ষিক মূল্যায়নের পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন আবশ্যক। কিন্তু বিনামূল্যে বইখাতা পোশাক পরিচ্ছদ শিক্ষার সরঞ্জাম দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়? আজও এক বড় সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে খেতেই আসে। যাদের জন্য শিক্ষা, তারা অপুষ্টিকে পাথেয় করে খুঁড়িয়ে চললে সভ্যতার অভিমুখও অন্ধকারের দিকেই হবে।

শব্দবাণ-২২৭

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জল ভালোবাসে এমন জন্তু ২. হাঁপ ৫. বৃক্ষ,গাছ ৮. গর্ব,জাঁক ৯. অবৈধ বা শাস্ত্রবিরোধী কাজ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ঋণ বা দেনা থেকে মুক্তি ৩. দেশ ৪. কাঁসর, ঝাঁঝ ৬. নদবিশেষ ৭. ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী রায়।

সমাধান: শব্দবাণ-২২৬

পাশাপাশি: ১. ফেরেববাজ ৪. লোহু ৫. নিষ্ক্রাত ৭. সমুখে ৯. পেঁপে ১১ .টহলদার।

উপর-নীচ: ১.ফেলসানি ২. বল ৩. জলোচ্ছ্বাস ৬. তলপেট ৮. খেলাঘর ১০. ঘোল।

জন্মদিন

আজকের দিন

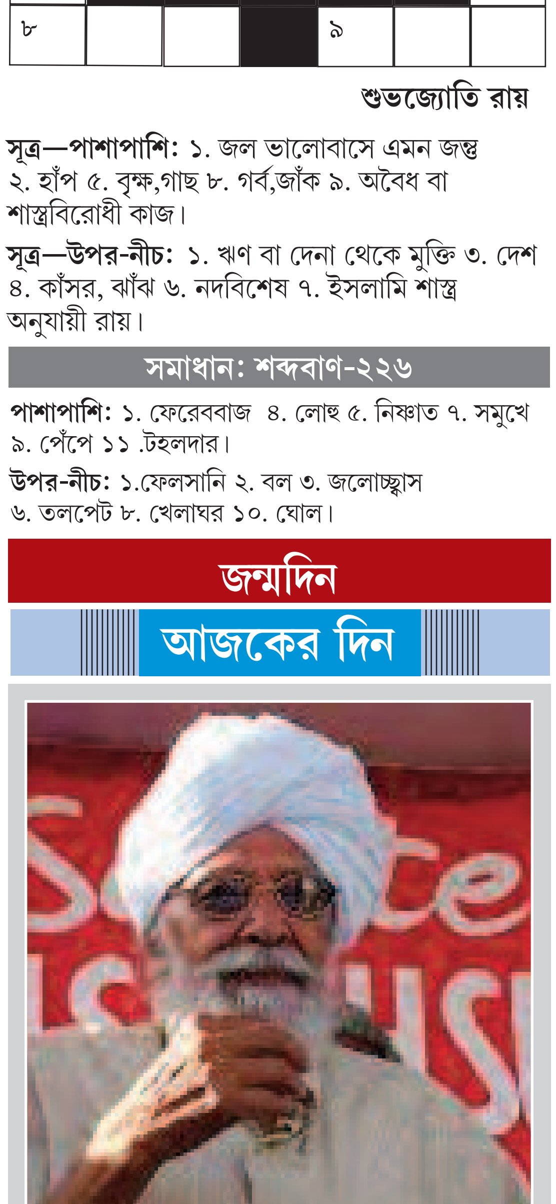

হরকিষেণ সিং সুরজিত

১৯১৬ বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ হরকিষেণ সিং সুরজিতের জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্মৃতি ইরানির জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের জন্মদিন।

বাংলাদেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় বিদ্বেষ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, দেশভাগের সময় থেকেই তার বিস্তার!

স্বপনকুমার মণ্ডল

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ভয়াবহ ধর্মীয় বিদ্বেষ যেভাবে সে দেশের সংখ্যালঘুদের জীবনকে অস্তিত্ব সংকটের ফেরে ফেলে দিয়েছে,তা ক্রমশ তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করেছে । সেখানে মৌলবাদীদের আগ্রাসী চাহিদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা যেভাবে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যভেদী শিকার করে তুলেছে, তা শুধু বাঙালির সত্তা বা ধর্মীয় অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে না, মানবিক মূল্যবোধকেও অমান্য করে । সেখানে বিধর্মীদের শত্রুজ্ঞানে যেভাবে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষেই থেমে থাকেনি, রীতিমতো মানবতাবিরোধী পাশবিকতাকে জাগিয়ে তোলে। মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে সে দেশের সরকারের সংযোগ আরও ভয়ঙ্কর পরিণতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে । অথচ সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় থেকেই সেই ধর্মীয় বিদ্বেষ জেগেছিল অবিরত । আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই'(১৯৮৬) উপন্যাসে সেকথা অনেক আগেই নিবিড় করে তুলে ধরেছেন ।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত । সেখানে সীমিত কাল পরিসরের মধ্যেও তার অতীত ইতিহাস নানাভাবেই উঠে এসেছে । অস্তিত্বের সোপানে তার ভিত্তিভূমির ক্রমবিবর্তন অত্যন্ত জরুরি । প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈষম্যবোধের মধ্যেই প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং তাই সময়ান্তরে মহীরূহ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, মুক্তিকামী মানুষের লড়াই ব্যর্থ হলেও নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, কালান্তরে পদ্মবীজের মতো প্রাসঙ্গিকেতায় নানাভাবে ফিরে ফিরে আসে । সাতচল্লিশের দেশভাগের শিকার হয়ে শেখ মোহম্মদ ওসমান গণি পূর্ব পাকিস্তানকেই আপন করে নেয় । ছোটবেলায় তার ডাকনাম ছিল রঞ্জু । তার বাবা পাকিস্তানে বাস করবে বলে সেদেশে গেলেও বছরছয়েক চাকরি করার পর ছুটি নিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে আসেন, আর যাননি। অন্যদিকে ওসমান ইণ্ডিয়ায় আট-দশ মাস থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যায় এবং সেখানেই বাবার মামাতো ভাই তথা চাচার পরিবারে খুব কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করে, নিজেকে গড়ে তোলে । ইপিআইটিসি-তে তার চাকরি হয় । চারবছর বয়সে সে ঢাকায় এসেছিল, গণআন্দোলন চলার সময় তার বয়স ২৫/২৬ বছর। ইণ্ডিয়ায় ফেরার কয়েকবছর পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়, তাও এগারো বছর হয়ে গেছে। তার মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসকে ফিরে দেখেছেন । শুধু তাই নয়, তার ছিন্নমূল অসহায়তাবোধের মধ্যে সে দেশের করুণ পরিণতিও জেগে উঠেছে । সেখানে ওসমানকে যেভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখকের স্বকীয় ভাবনার প্রতিফলনে অভিনব শিল্পরূপের পরিচয় বর্তমান । সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয় । আবার গণআন্দোলনেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা উপন্যাসে নেই । অথচ তার সদিচ্ছা সংযোগের সক্রিয়তায় ও সামিল হওয়ার উত্তরণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন । সেখানে ওসমানের ভাবতন্ময়তায়, কল্পনাবিভোরতায় ও অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় অলৌকিক লোকে বিচরণের পরিচয়েও সেদেশের পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে।

আসলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রখর সমাজমনস্ক কথাসাহিত্যিক । মাটিসংলগ্ন থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চা এগিয়ে ছিল । সেদিক থেকে তিনি শুধু মানুষকে পড়ায় সুশিক্ষিত ছিলেন না, মানুষকে পড়ানোর জন্য উচ্চস্তরের শিক্ষকেও পরিণত হয়েছিলেন । তাঁর কথাসাহিত্যে সেই পরিচয় আভিজাত্য লাভ করে । চিত্রশিল্পীর সূক্ষ্ম আঁচড়ের মতো খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যেও তাঁর আকাঁড়া ছবি যেন সজীব হয়ে ওঠে । শুধু আই নয়, সেখানে প্রকৃতির রূপসুধা প্রকাশের রোমান্টিক ভাবাবেগ তাতে নেই, প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনেই লেখনী তুলি হয়ে ওঠে । সমূলে উৎপাটনের মতো চরিত্রের সার্বিক পরিচয়কে তুলে ধরায় আখতারুজ্জামানের নিরপেক্ষ দূরত্ব বিস্ময়কর । সেখানে মহীয়ান বা গরীয়ান দেখানোর কোনো প্রয়াস নেই, ভালো-মন্দ দেখিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার প্রবণতাও নেই, আছে স্বভাবের আকাঁড়া পরিচয়, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি । তাতে কোনোকিছু এড়িয়ে চলা নয়,বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণের দৃষ্টিগোচরের প্রয়াস লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভাষায় সর্বাঙ্গ রসবোধেও বিষয়টি আরও সুবোধ্য হয়ে ওঠে । অন্যদিকে ভাব প্রকাশে ভাষার আকাঁড়া মূর্তি অত্যন্ত সহজেই চরিত্রকে স্বমূর্তিতে প্রকট করে তোলে। বাংলা উপন্যাসের ধারায় আখতারুজ্জামান যেভাবে 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ মুখের ভাষাকে চরিত্রের মুখে তুলে ধরেছেন, তা অভিনব দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত বাঙালিমানসে ভাষার কৃত্রিম আভিজাত্যকে অস্বীকার করে নিম্নবর্গের ও অপরিশীলিত মানুষের মুখের রগরগে যৌনতাজড়িত কথ্যভাষাকে অনায়াসেই ঔপন্যাসিক আভিজাত্য প্রদান করেছেন । শুধু তাই নয়, আকারে ইঙ্গিতে যে কথা সাহিত্যে উহ্য থাকে, তাকেও সপাটে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। কোনো রকম ছুৎমার্গ সেখানে নেই । ওসমান গণির যৌনতাবোধে তার কুণ্ঠাহীন প্রকাশেও ঔপন্যাসিকের সৎসাহস লক্ষণীয়। চিলেকোঠার নীচের তলার ভাড়াটে মকবুল হোসেনের ছোটমেয়ে রানুকে টিউশন পড়ানোর সু্যোগে তার প্রতি ওসমানের যৌনকামনাময় চিন্তাভাবনাতেও তার আকাঁড়া পরিচয় উঠে আসে 'এই সব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে কেবল আপন ভাই বাদ দিয়ে যাবতীয় তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীর যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে না। যৌন-সঙ্গমকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিবাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ মহড়া চলে । বিয়ে করলেই যেমন ছেলেমেয়ে পয়দা করাটা অপরিহার্য, তেমনি প্রেম মানেই বিবাহ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওসমানও আসঙ্গলিপ্সায় রানুকে পেতে চেয়েছিল, তার পরিচয় উপন্যাসে একাধিক পরিচ্ছেদে প্রকটভাবে উঠে এসেছে । অন্যদিকে তার অস্তিত্বের সোপানেই দেশের দুরবস্থার ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে ।

দেশভাগে মানুষ ভাগের দুঃস্বপ্ন দিয়েই 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। সূচনা বাক্যেই শীতের ভোরে দেখা স্বপ্নে ওসমানের বাবার প্রয়াণের পর তার শোকার্ত মায়ের তীব্র আক্ষেপের ছবি ভেসে ওঠে । সেখানে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে আর ওসমানের মুখ দেখতে না পারার মধ্যে বিচ্ছেদ-বিরহ নিবিড় হয়ে ওঠে । এজন্য অবশ্য তার বাবার মোড়লগিরিকে দায়ী করেছে ওসমান। অথচ তার বাবা ইব্রাহিম শেখ পূর্ব পাকিস্তানে থাকতেই চেয়েছিলেন । ওসমানের স্মৃতিতে তা অম্লান হয়েও রয়েছে । তার কথায়, 'দেশভাগের পরেও ২ বছর ১৪ আগস্ট এলে পাকিস্তানের নিশান ওড়াবার জন্য ইব্রাহিম শেখের হাত নিসপিস করতো।' অথচ অচিরেই সেই উৎসাহ চলে যায় । ওসমানের স্মৃতিতে রয়েছে ' গ্রামের খন্দকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে ইব্রাহিম শেখ সপরিবারের গেলো ঢাকায়, এসে বছর তিনেক যেতে না যেতেই পাকিস্তান বা পাকিস্তানের পতাকা কোনো ব্যাপারেই তার একটুও আগ্রহ রইলো না, ফের গ্রামেই ফিরে গেলো। শুরু হলো উঠতে বসতে নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিন মোনাফেক আর বেঈমান বলে গালি দেওয়া ।' ধর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত স্বাধীন দেশের স্বপ্ন যে স্বল্পকালেই ভেঙে যেতে শুরু করেছিল, তা ওসমানের জীবনস্মৃতিতেই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সেদেশের মতো তার জীবনও ছিল অস্থিতিশীল । অন্য জায়গায় ভাড়া থাকার পর আড়াই বছর ধরে পাকা রাস্তার ধারে রহমতউল্লার বাড়ির চিলেকোঠায় ওসমানের বাস। এই বাড়িটির সঙ্গে দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে । 'বিশাল ও বেঢপ দালান' তথা 'না-দুর্গ না-বাড়ি'টি ১৯৫০-এ সাহা বা বসাক অথবা পোদ্দার মশাইরা রহমতউল্লার কাছে বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে যান । সেই বাড়ি থেকেই পূর্ব পাকিস্তনের দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। শুধু তাই নয়, বাড়ির ঘটনাবর্তের মধ্যেই দেশের দুরবস্থার গতিপ্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের শিকারে সেদেশের হিন্দুদের ছিন্নমূল হয়ে দেশত্যাগের কথাই শুধু নয়, মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ফুলেফেঁপে ওঠার বিষয়েও ঔপন্যাসিকের সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । বরং তার গভীর সত্যকে তূলে ধরতেই তাঁর অকপট প্রকাশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মুসলিমদের জন্যই পাকিস্তানের জন্মে বিশ্বাসী ও পাকিস্তান সরকারবিরোধী আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদী আয়ুব খানপন্থী 'মহল্লার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রী' রহমতউল্লার উচ্চমধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান । সে সর্বদা ধর্মকে ব্যবহার করে, প্রয়োজনে শাসকের বেশও ধরে । সাদা কিস্তি টুপি সবসময় পরলেও 'কেবল নিজের দাপট দ্যাখাবার দরকার হলে টুপিটাকে সে ব্যবহার করে মুকুটের মতো।' ভণ্ডামিয় মুখোশ খুলে দিতে রহমতউল্লাকে নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে সচেতন ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন, তা তিনি সাক্ষাৎকারেও জানিয়েছেন। অন্যদিকে রহমতউল্লার ভাগ্নে থেকে জামাই হয়ে ওঠা আলাউদ্দীনও তার দোসর, আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী সক্রিয় দাপুটে নেতা । রহমতউল্লার বাড়িটির তিন তালা পর্যন্ত অসংখ্য নিম্নমধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার বাস। তার তিনতলার একটিতে পুলিশের গুলিতে নিহত আবুতালেবের বাবা মকবুল হোসেন সপরিবারে থাকে। চিলেকোঠায় একটিমাত্র ঘরে থাকে ওসমান। তার বিচ্ছিন্ন ঘরের মতোই তার নিঃসঙ্গ জীবন । ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় 'ছাদের ওপর একটিমাত্র ঘর, রান্নাঘর নাই, বাথরুম নাই, পায়খানা কি গোসল করতে হলে দাঁড়াতে হয় একতলার কিউতে। তবে ওসমানের ঘরে আলো বাতাস খুব ।' সেক্ষেত্রে ওসমানের ছিন্নমূল জীবন অস্থিতিশীল দেশের অবস্থার সঙ্গে তার চিলেকোঠায় বাস একাত্ম মনে হয়। শুধু তাই নয়, তার সন্ত্রস্ত সংবেদনশীল মনের পরিচয়েও ঔপন্যাসিকের লেখনী স্টেথিসকোপ হয়ে ওঠে । দুশ্চিন্তার চাপে পেটের গোলমাল তার লেগেই থাকে । নোভালজিন আর এ্যান্টাসিড তাকে প্রায়ই খেতে হয় । শুধু তাই নয়, তার স্পর্শকাতর সংবেদনশীল অন্তর্মুখিতা তাকে নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবের বিমুখতায় কল্পনাশ্রয়ী করে তুলেছে। মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য তার সযত্ন প্রয়াস যেমন সক্রিয় হয়, তেমনই তার স্বরচিত কল্পনারাজ্যেই সে নিজেকে খুঁজেফিরে । শেষে তার প্যারানয়েড শিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগের শিকার হতে হয়েছে। বাস্তবের অসহনীয় অপ্রতিরোধ্য ঘটনাক্রম থেকে অসহিষ্ণু মনের অলৌকিক জগতে স্বস্তি খোজার বাতিকে ভর করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধ সবই স্বরচিত কল্পনারাজ্যে তীব্র আকার ধারণ করে ।

সেখানে ওসমানের মতো চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তজীবনের সুবিধাবাদী দূরত্বে ত্রিশঙ্কু প্রকৃতি সহজেই সবুজ হয়ে ওঠে । তার চিলেকোঠায় এসে আনোয়ার, শওকত, আলতাফ প্রমুখ উচ্চমধ্যবিত্ত,মধ্যবিত্ত বন্ধুরা অয়াইন-সিগেরেট সহযোগে আড্ডা দেয়, রাতকাটায় । অথচ তার জীবন বিচ্ছিন্নতাবোধে ছিন্নমূল স্বতন্ত্র মনে হয়। অন্যদিকে তার মধ্যে দেশকে আপন করে নেওয়ায় কোনো সংকট নেই । চিলেকোঠার মতোই ওসমানের সাধারণের সংযোগহীন নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব । সেখানে আকাশের হাতছানি আছে, মাটির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার স্বতন্ত্র আবিজাত্যের প্রয়াসও জারি থাকে । আবার সেই দূরত্বে আভিজাত্য বজায় রেখেও রহমতউল্লা ও আলাউদ্দীনদের ধনসম্পত্তি এবং ক্ষমতার বিস্তার ও রক্ষা করার প্রয়াস চলে । গ্রামের খয়বার গাজী, আফসার গাজী ও হোসেন আলী প্রভৃতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মুসলিমদের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও ক্ষমতায়নের পরিচয়কে নিবিড় করে তোলা হয়েছে । সেখানে দেশের শাসকের পরিবর্তন হলেও শাসনের মাধ্যমে শোষণ অব্যাহত থাকে । দেশের উন্নয়নের ধারা মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের দুরবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না । বরং শোষণের মাত্রাধিক্যে সীমাহীন দুর্গতি নেমে আসে । রহমতউল্লার 'গওসল আজম সু ফ্যাক্টরি', রিক্সা ভাড়া খাটানো থেকে তার বাড়ি ভাড়া দেওয়া নিজের বাড়ি ছেড়ে বস্তিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে । তার মহাজনী কারবারের সঙ্গেই শুধু নয়, বস্তির অনেকেই তার শাগরেদ হিসাবে কাজ করে । সেক্ষেত্রে সরকারি বদান্যতায় তার সাম্রাজ্য বেড়ে চলায় কোনোরকম সরকারবিরোধী অস্থিরতা মেনে নেওয়া তার কাছে আত্মঘাতী মনে হয় । একইভাবে খয়বার গাজীর পক্ষেও তা একই প্রকৃতির আঘাতস্বরূপ । অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজই আবার গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়েছে। সেই অভ্যুত্থানে দেশের নানাভাবে শোষিত-শাসিত আমজনতা সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে । সরকারবিরোধী এই অস্থিরতা সেক্ষেত্রে শুধু পাকিস্তান সরকারকেই নয়, তার সুবিধাভোগী উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদেরও বিপাকে ফেলেছে । কারণ সরকারবিরোধী অবস্থানে শুধু দেশের সরকার নয়, স্থানীয় সরকারের সুবিধাভোগী প্রতিভূ বা ক্ষমতাশালী জোতদার বা মহাজনদের শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার একাগ্র স্বপ্নও তাতে যুক্ত । বস্তির চালচুলোহীন হতদরিদ্র সাইকেলরিকশার মিস্ত্রী হাড্ডি খিজির সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহত হলেও রহমতউল্লার শোষণ-শাসনই তাকে আন্দোলনে প্রাণিত করেছিল । চেংটু,করমালিদের সামনে জোতদার খয়বার গাজী ভয়ানক মূর্তিমান সরকার হয়ে উঠেছিল ।

অন্যদিকে সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার মানসেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বেও সক্রিয়তা বর্তমান । সেখানে আওয়াম লীগপন্থী আলাউদ্দিন মিয়া থেকে আফসার গাজীর অতিসক্রিয়তাও লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, অবস্থা বুঝে দলবদলের হিড়িকও সেখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । আয়ুব খানের দল ছেড়ে আওয়াম লীগ দলে যোগ দিয়েছে নবাববাড়ির লতিফ সর্দার, পোস্তগোলার পীয়ারা সর্দার ও পুলের ওপারের হাবিব ফকিরও। সেক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে মধ্যবিত্তের সর্বগ্রাসী প্রভাব সম্পর্কে আখতারূজ্জামান ইলিয়াসের সমাজমনস্কতা কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তা তার স্বকীয় স্বদেশভাবনাতেই প্রতীয়মান । সেখানে গোঁড়া মুসলিমদের মনে হিন্দুরা আল্লাহরের অভিশাপপ্রাপ্ত বা 'মালাউন'-এর কথা যেমন কথায় কথায় উঠে আসে, তেমনই নিম্নবর্গের মুসলমানদের অসীম দুর্গতির কথাও প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে দেশভাগে মুসলিম সমাজের যে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যের চেয়ে যে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণায় কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না । চট্টগ্রামের 'লিরিক' পত্রিকায় (১ বৈশাখ ১৩৯৯) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি সেকথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন । সেখানে মুসলিমদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। সেখানে পারিবারিক সূত্রেই আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণা বিস্তার লাভ করে। তাঁর কথায় 'চল্লিশের দশকে প্রথমে বগুড়া জেলায় মুসলিম লীগকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সংগঠনে রূপ দিতে তাঁর ভূমিকাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ......আমার বাবা ছিলেন সংম্পূর্ণ লিবারেল ডেমোক্র্যাট। তবে তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের মতো তিনিও চাইতেন যে, মুসলমান ছেলেমেয়েরা হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক, তাদের সমান সমান মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করুক । কিন্তু একটা কথা, এই মুসলমান ছেলেমেয়েরা বিলং টু আ পার্টিকুলার ক্লাস---মুসলমান মধ্যবিত্তের---হ্যাঁ, শুধু মধ্যবিত্তের বিকাশই ছিল তাদের বাসনা। এই বাসনা পূরণ করতে গিয়ে তারা যে আন্দোলন করলেন তাকে কিছুতেই অ্যাপ্রুভ করা যায় না । ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে কত মর্মান্তিক, কত শোচনীয় হয়েছে, কত অর্থহীন হয়েছে তা দিনে দিনে হাড়ে হাড়ে বোঝা যাছে ।'

সাতচল্লিশের দেশভাগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র দেশ পেয়েও বাঙালি মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হয়নি, উল্টে যা কিছু হয়েছে, তা মধ্যবিত্তের মধ্যেই আবর্তিত ও বিস্তার লাভ করেছে । সেদিক থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বীজ যে দেশভাগের মধ্যেই ছিল, তা আখতারুজ্জামানের অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান । উপন্যাসের সূচনাবাক্যেই সেই দেশভাগের অমলিন স্মৃতি ওসমানের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভেসে ওঠে । শুধু তাই নয়, সময়ের প্রেক্ষিত বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য সূচনাবিন্দু থেকে তার যাত্রা শুরু করা জরুরি ছিল । বাঙালির মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গের সূচনা দেশভাগের সূচনা থেকেই । ইণ্ডিয়ার গ্রাম থেকে ওসমানের বাবা ইব্রাহিম শেখ এসেছিল। তার মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগেনি । তার স্মৃতিতেও 'মালাউন'দের প্রতি বিদ্বেষের কথা ওসমানের মাধ্যমে জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক । পাকিস্তানের পতাকা তোলার জন্য গ্রামের ছেলেদের উৎসাহ ঝরে পড়েছে, 'ইব্রাহিম ভাই, ঝাণ্ডা ওড়ান দিনি, বেগুনবাড়ির মালাউনরা কিছু করতি আসে তো বাছাধনের রেললাইন পার হয়ে আর বাড়ি ফিরি যেতে হবে না।' প্রথম থেকেই বাঙালি মুসলিমদের উন্নয়নে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি যে বিদ্বেষী মানসিকতা ছিল এবং তা ক্রমে হিন্দুদের শত্রুতে পরিণত করে ঘৃণা ছড়িয়ে দেশভাগের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রবণতা উপন্যাসের মধ্যেই প্রতীয়মান । সেখানে ওসমানের ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে খুঁজেফেরার মধ্যেই ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গক্রমে সেসব নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন। একদিকে দেশজুড়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, অন্যদিকে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েও ওসমান তা থেকে বেরিয়ে পালোয়ানের দোকানে শওকতের সঙ্গে চিকেন পোলাও ও মুরগির রান খেতে বসে সামনের আয়নায় নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে ছোটবেলার রঞ্জুর ছাত্রজীবনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে ফিরে যায়। সেখানে ক্লাসের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সখ্যতা থেকে নিবিড় বন্ধুত্ব, স্কুলের ছাত্রশিক্ষকের অসম্প্রদায়িক আত্মীয়তাবোধ ও ছুটির পরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং একবার এই সাইনু পালোয়ানের দোকানে খাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ।

সেই সোনালি স্মৃতিতে অজান্তেই সাম্প্রদায়িক কাঁটা উঁচিয়ে ওঠে । ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রঞ্জুর আরেক বন্ধু শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলতেই ক্যাপ্টেন বলে ফেলে, 'ল, মালাউনটারে লগে লই ।' এতে ক্যাপ্টেনের দ্বিধাবোধ নেই, বরং তা ক্লাসমেটের প্রতি দুর্বলতা আড়াল করার ঢাল হয়ে ওঠে । সেখানেই শেষ নয়, ভোরবেলায় শঙ্করের দিদি আরতির স্যারদের পূজার জন্য ফুল তোলার রঙিন স্মৃতিতেও সেই সাম্প্রদায়িক বিযাক্ত কাঁটায় বিদ্ধ হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। রঞ্জু নামের আড়ালে ওসমান গণির পরিচয় শুনে শঙ্করের বাবা শঙ্করকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে । ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'তার ব্যস্ততা বাড়াবাড়ি ঠেকে। চারিদিকের কেমন ফাঁকা ফাঁকা । কয়েক মাস আগে রায়ট হয়ে গেছে, কোনো কোনো বাড়িতে লোকজন নাই, অনেকে হয়তো কোনোদিন ফিরবেও না। কয়েকটি বাড়িতে মেয়েরা নাই, তাদের ইণ্ডিয়া পাঠিয়ে পুরুষগুলো সিচুয়েশন দেখছে । শঙ্করের বাবার উদ্বেগ ও ধমক এইবাড়িতে একটু কাঁপন তোলে, সেই কাঁপুনি বশ করার জন্যেই যেন আরতি জিগ্যেস করে, কি নাম যেন বললে ?' এমনই আতঙ্কের কথা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে । সেখানে ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণ বাঁচে, জাত রাখার দায় প্রত্যেকের নিজের উপরে। শঙ্করের বাবার কথায়, 'ভগবানে প্রাণটা রক্ষা করলো, জাত বাঁচাবার দায়িত্ব সৃষ্টির ।' অন্যদিকে প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রেও নির্মম বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন । তাঁর ভাষায় হরেন ডাক্তারকে কে বোঝাবে যে আরতির বড়োবোন সবিতার দিকে তাহের গুণ্ডার একটা চোখ বিশেষভাবে সাঁটা ছিলো বলে ওরা প্রাণে বেঁচে গেছে।' আবার খাওয়ার পরে ওসমান শওকতকে ছেড়ে সেই ক্যাপ্টেন কবীরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

মিছিল থেকে বেরিয়ে শাঁখারি পট্টি, তাঁতীবাজার হয়ে ওসমান বহুদিন পর তার বাল্যজীবনে ফিরে দেখতে চায় । কবীরের সন্ধান করতে গিয়েই চৌষট্টির রায়টে তার নিহত হওয়ার কথা জানতে পারে, তার উপরে পরিবারের ভয়ানক বিপর্যয়ের কথা শোনে সে। কবীরের মা ও ভাই সগীরের কথায় ওসমান জানতে পারে কবীরের বাবা সাত বছর ধরে প্যারালাইসিসে ঘরে পড়ে রয়েছে, একবছর ধরে পুলিশি অত্যাচার চলে, লোকে এসে কবীরের কাছে টাকা পায় বলে লোকের উৎপাতের আতঙ্ক ভোগ করে চলেছে গোটা পরিবার। সেক্ষেত্রে শুধু বাঙালি হিন্দুদের নয়, মুসলিমদের জীবনের চরম লাঞ্ছনার ছবিও ওসমানের অভিজ্ঞতায় পাঠক জেনে যায় । শুধু তাই নয়, শহরের বস্তি থেকে গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজের সীমাহীন দারিদ্র ও দুর্দশার বাস্তবতার মধ্যেই উন্নয়নের বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে শুধুমাত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যই পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণআন্দোলন শুরু হয়নি, তার সঙ্গে স্থানীয় শাসক-শোষক বিরোধী আমজনতার দীর্ঘদিনের ক্ষোভবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধও সংযুক্ত ছিল, তা উপন্যাসের পরতে পরতে ঘটনাপরম্পরায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তুলে ধরেছেন । সেদিক থেকে সরকারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শুধু পাকিস্তান সরকারই নয়, সরকারের সুবিধাভোগী ফুলেফেঁপে ওঠা উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিমরাও অস্তিত্বসঙ্কটের আতঙ্কে ভুগছিলেন । সেখানে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢাল করে অস্তিত্ব রক্ষার পুরনো কৌশলও বেরিয়ে পড়ে । আতঙ্কিত রহমতউল্লা মহল্লায় খিজিরের সরকারবিরোধী পোস্টার মারায় চড় মেরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে ভয় দেখিয়েও ক্ষান্ত হয়নি, আসল কথায় পৌঁছানোর জন্য বক্তৃতাও শুরু করে 'মানুষ বোঝে না। এইগুলি ইণ্ডিয়ার মতলব! অয়ারে ডিফিট খাইয়া ইণ্ডিয়া অহন এই ট্যাকটিস ধরছে । ছয় দফার পোস্টার মারস, আরে ছয় দফা হইলে পাকিস্তান থাকবো ? আমরা পাকিস্তানের লাইগা ফাইট করছি, পাকিস্তান হইছে, মুসলমানের ইজ্জত হইছে! আবার দ্যাহো, কত মানুষ চাকরি পাইলো, ব্যবসা বাণিজ্য তেজারতি কইরা কতো মালপানি বানাইলো! পাকিস্তান না আইলে ফকুরনির বাচ্চাগুলি হিন্দুগো গোলামী করতো!' সেখানে সকলের উন্নতি সমান না হওয়ার কথা বলে তা স্বীকার করেও রহমতউল্লা ধনে বঞ্চিত হয়েও মানে ('ঈমান'-এ) বড় হওয়ার কথা ব্যাখ্যা করে । সেই মানের তত্ত্বেও রয়েছে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষভাবনা । শুধু রহমতউল্লার মতো সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই নয়, অসংখ্য গুণী সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ওপার বাংলা থেকে হিন্দু বিতারণে মুসলিমদের সুবিধাবাদী অবস্থানের কথা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন । গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'র মধ্যে অকপটে তা স্বীকার করেছেন । সেদিক থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ নিরপেক্ষতার ভাণে নয়, একেবারে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতায় যেভাবে সত্যকাম মূর্তি ধারণ করেছেন, তা দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের ধারায় বিরল নজির সৃষ্টি করেছে । কোনোরকম নাটকীয়তা নেই, উচ্চস্বরে বা আড়ম্বরের আয়োজনেও নয়, আবার রেখেঢেকেও নয়, একেবারেই খোলামেলা অথচ নীরবে নির্লিপ্ততায় পক্ষপাতহীনভাবে অকপট সাবলীল ভঙ্গিমায় তা পরিবেশিত হয়েছে। এরকম বিশ্বস্ত ধারাবাহিক সমাজচিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সুগভীর সমাজমনস্কতাই যে বাংলা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার পাঠকেই বদলে দিয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । সেক্ষেত্রে দেশভাগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চারাটিই যে সময়ান্তরে বিষবৃক্ষে মহীরুহ হয়ে উঠেছে, তা ২০২৪-এর ৫ আগস্টে মৌলবাদীদের সংগঠিত ষড়যন্ত্রে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পালাবদলের ঘটনাপ্রবাহেই প্রতীয়মান । সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির সংখ্যালঘুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, তা সময়েরই পরিণত প্রবাহ । তার ভয়ঙ্কর নগ্ন মূর্তি ক্রমশ আমাদের সামনে বেআব্রু হয়ে চলেছে মাত্র।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চিকিৎসার নামে রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি

দিতে হচ্ছে মোটা বিল, অভিযোগ পেয়ে নার্সিংহোম শিল করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় সক্রিয় অসাধু অ্যাম্বুল্যান্স চক্র, এমন অভিযোগকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। মালদা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা রোগীদের ভুল বুঝিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরপর চিকিৎসার নামে দিনের পর দিন নার্সিংহোমে রেখে মোটা অঙ্কের বিল নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। মূলত অ্যাম্বুল্যান্স চালক এবং একাংশ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষগুলির যোগসাজশে মালদায় ক্রমশ সক্রিয় উঠছে অ্যাম্বুল্যান্সের একটি অসাধু চক্র। অভিযোগ পেয়ে ঠিক সেই রকমই একটি চক্রের হদিস বের করেছে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। এবারে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজবাজার শহরের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মালদা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ মার্চ গাজোল থানার আলালের পাহাড়িভিটা এলাকার বাসিন্দা কুমার কোরা শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে গাজোল হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর তাকে সেখান থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। অভিযোগ, যে অ্যাম্বুল্যান্স করে ওই রোগীকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, সেই চালক পরিবারের সদস্যদের মালদা মেডিক্যাল কলেজে ট্রিটমেন্ট হয় না বলে ভুল বুঝিয়ে মালদা শহরের আম বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে কার্যত ওই রোগীকে আটকে রেখে স্বাস্থ্যের নামে ব্যবসা শুরু করে সেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। প্রায় এক লক্ষ টাকার ওপর বিল করা হয়। এরই মধ্যে খবর পেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই রোগীকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যদি ওই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনওরকম মন্তব্য করেনি। তবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই এমন ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমালোচনা।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, এ রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। নামে মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। চিকিৎসা পরিকাঠামো সঠিক না থাকায় রোগীরা ঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছে না। পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের সঙ্গে একাংশ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষদের কমিশন ভিত্তিক তলে তলে যোগাযোগ রয়েছে। যার ফলে দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এব্যাপারে পুলিশ এবং প্রশাসন উদাসীন বলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু জানিয়েছেন, বিজেপির অভিযোগ সম্পন্ন ভিত্তিহীন। মেডিক্যাল কলেজের শুধু নয়, বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় রোগীদের। এখন বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের কেউ কোনো রোগীর পরিবারকে প্রভাবিত করলে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। এসব ঘটনা নিয়েও রাজনৈতিক সমালোচনার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্তি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ জানিয়েছেন, একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রোগীদের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রভাবিত করে নিয়ে আসার অভিযোগে মিলেছে। অভিযান চালিয়ে ওই নার্সিংহোমটি আপাতত শিল করে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ ঘোষের বাড়ির সামনে তৃণমূলের বিক্ষোভ, উত্তপ্ত খড়গপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়ে শনিবারও উত্তপ্ত রইল রেল শহর খড়গপুর। মহিলাদের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য দিলীপ ঘোষকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবিতে একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক এদিন দিলীপ ঘোষের বাংলোর সামনে বিক্ষোভ দেখান।

শুক্রবার খড়গপুরে একটি রাস্তা উদ্বোধনে গিয়ে দিলীপ ঘোষ স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। সেই সময় দিলীপ ঘোষ বাপ চোদ্দগুষ্টি তুলে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তার গাড়ি ঘিরে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে দিলীপ বলেন, ভদ্রতা বজায় রেখে গাড়ির সামনে থেকে সরে না গেলে গাড়ি চালিয়ে দেব। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর জেলা রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়ায়।

তারই জেরে দিলীপ ঘোষকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবিতে শনিবার তার বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান তোলে দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিক্ষোভ দেখানোর সময় দিলীপ ঘোষ অন্য একটি কর্মসূচিতে খড়গপুরের বাইরে ছিলেন। কিন্তু সেখানে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ দেখাতে আসা তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে তাদের ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। দু'পক্ষকে সামলাতে হিমসিম অবস্থা হয় স্থানীয় প্রশাসনের। প্রশাসন ও দুই দলের নেতাদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তেজনা ও বিক্ষোভ বন্ধ হয়। তার কিছুক্ষণ পর দিলীপ ঘোষ ফিরে এসে বলেন, বিক্ষোভ দেখাতে চাইলে আমাকে আগে থেকে বলতে পারত, তাহলে স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করে রাখতাম। আমি আসার আগেই পালিয়ে গেল কেন। রাজনীতি করতে হলে ভদ্রভাবে রাজনীতি করুন। আমিও সেই পথেই চলব। কিন্তু চামচা-বেলচা বা রাস্তার মহিলাদের সামনে এনে নোংরা রাজনীতি করলে আমিও সেই ভাষাতেই জবাব দিতে জানি।

অবৈধভাবে রেলের গাছ কাটা আটকালেন পুরপিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। প্রতিকারের একমাত্র পথ বৃক্ষরোপণ। সেখানে দাঁড়িয়ে গাছা লাগানো তো দূরের কথা, কাজের নামে বড়বড় গাছ কাটতে শুরু করল রেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পালের প্রতিবাদে বন্ধ হল বৃক্ষ নিধোন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার বারাসাত স্টেশনে।

দেবব্রত পালের অভিযোগ, ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে রেলে চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে এই অজুহাতে বারাসাত স্টেশন সংলগ্ন রাসবিহারী স্কুল রোড লাগোয়া বড় বড় গাছে কেটে ফেলছিল রেল কর্তৃপক্ষ। তাই স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে তার প্রতিবাদ করি। রেল কর্তৃপক্ষকে বলি গাছের ডাল ভেঙে সমস্যা হলে সেগুলি ছেটে দিন। পুরগাছটাই কেন কাটা হবে। পরিবেশ রক্ষায় বারাসাত শহরের জন্য গাছগুলি থাকা অত্যন্ত জরুরি। বাধা পেয়ে তারা কাজ বন্ধ করেছে। এছাড়াও স্থানীয় পুরপিতা, স্থানীয় মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কোনও নোটিস না দিয়েই বৃষ্টিমুখর সকালে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশন সংলগ্ন রাসবিহারী স্কুল রোড সহ মনসা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গলি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রেল বিভাগের অধিকারিকরা মাপ জোকের কাজ শুরু করেন। ফলে এলাকার ব্যবসায়ী, হকার এবং স্থায়ী বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আতঙ্কিত মানুষজন দেবব্রত পালের শরণাপন্ন হন এবং সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করেন। তৎক্ষণাৎ কাজ রুখে দেন এবং প্রতিবাদে করেন। এবং দুটি বিষয় নিয়েই লিখিত জমা দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর আবেদন করেন। রেল কর্তৃপক্ষ আপাতত কাজ বন্ধ করেছে।

পুরশুড়ায় স্কুলের হীরক জয়ন্তীতে রক্তদান ও খাদ্যমেলা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

স্কুলের হীরক জয়ন্তীতে রক্তদান শিবির ও খাদ্যমেলা। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লকের কৈলাস চন্দ্র সাধুখান হাই স্কুলের হীরক জয়ন্তীতে এই ভাবেই মানবিক কাজে উৎসাহিত করা হয়। স্কুলের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্কুলে তিন দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। পাশাপাশি মানবিক কাজে সামিল হয় স্কুলের প্রাক্তনী থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকারা। রক্তদানের মাধ্যমে তারা বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের সামাজিক কাজে ব্রতী হওয়ার বার্তা দেন। এছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের প্রতি উৎসাহিত করতে খাদ্য মেলার আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। খাদ্য রসিক বাঙালি পরিবার থেকে আসা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য খাদ্য মেলায় পিঠে, পায়েসও দেখা যায়। নানা বাহারের মিষ্টি খেয়ে স্বাদ উপভোগ করেন ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও প্রাক্তনী থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা। হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্র ছাত্রীরা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত এই স্কুল গড়ে উঠেছে। সুনামের সঙ্গে এই স্কুল এত বছর ধরে পরিচালিত হয়ে আসছে। বহু মেধাবী ছাত্র ছাত্রী এই স্কুল থেকে পাশ করে নিজ নিজ কর্ম জগতে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজ গড়ার কাজ করছেন। এই বিষয়ে ওই স্কুলের প্রাক্তন এক শিক্ষক বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। বেশি করে বই পড়তে হবে। এদিন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষকেও হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

বিশ্ব জল দিবসে শিক্ষার্থীদের 'জলবন্ধু' হিসেবে তৈরি করার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আমাদের ভবিষ্যৎ যাতে জল শূন্য না হয় সেই কারণে এখন থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিকদের সচেতন করতেই হবে। আর তার আধার এক একটি বিদ্যালয়। তাই ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবসের দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের 'জলবন্ধু' হিসেবে তৈরি করার বার্তা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের। ছাত্র-ছাত্রীদের জল অপচয় রোধ ও জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রার্থনার শেষে ক্লাসের শুরুতে এক ঘণ্টার একটি সেমিনার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরামর্শ দিলেন এই আধিকারিক।

উল্লেখ্য, দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছে পানীয় জলের সংকট। গরম পরতে শুরু করতেই পানীয় জলের হাহাকারের দৃশ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। সুতরাং, জল সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেতে জল সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন থেকেই সচেতন না হলে এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আর এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এদিন জেলার বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জল দিবস পালনের নির্দেশ দেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিমল কৃষ্ণ গায়েন। তিনি বলেন, 'বিন্দু বিন্দু জল সিন্ধু সৃষ্টি করে। এই বিন্দু বিন্দু জলই আমাদের সম্বল। আসুন আমরা সত্যিকারের জল সচেতন হই। আমাদের শিক্ষার্থীদের জলবন্ধু তৈরি করি। ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করি।'

সেই মতো জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এদিন অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনে বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে জল সচেতনতার শোভাযাত্রা বের হয়। তাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেয়। 'বিন্দু বিন্দু জল আমাদের সম্বল', 'জল নষ্ট করবেন না' , 'পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন', 'মাটির নীচের জল ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে' এই সমস্ত জল সচেতনতার বার্তা দেয় শিক্ষার্থীরা।

এবিষয়ে অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে আবেদন করেছিলাম ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস থেকেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে জল সচেতনতার কার্যক্রম হোক। সেই মর্মে তিনি প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকাদের কাছে আবেদনও করেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের, প্রশাসনের আশ্বাসে উঠল অবরোধ

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের একাধিক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে চরম বিদ্যুৎ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে গ্রামবাসীরা। সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ চলে যায়, কখনও কখনও ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ থাকে না। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে শনিবার সকালে চৈনিশোল বাসস্ট্যান্ডে রাজ্য সড়ক অবরোধ করল চৈনিশোল, পাঁচরুখি, আমদাপাল, বড় আসনবনী, রামচন্দ্রপুর, গোয়ালমারা সহ প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কখনও এক-দুই ঘণ্টা, কখনও আবার পুরো রাত জুড়ে বিদ্যুৎ থাকে না। বিশেষ করে বর্ষাকালে সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, বাড়িতে ছোট বাচ্চা ও বৃদ্ধ সদস্যরা আছেন, গরমের মধ্যে এতক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ না থাকলে পানীয় জলের সমস্যাও দেখা দেয়, কারণ বৈদ্যুতিক মোটর বন্ধ থাকায় টিউবওয়েল বা সাবমার্শিবল পাম্প কাজ করে না। এই সমস্যার কথা একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধান করা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই শনিবার সকালে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে তাঁরা চৈনিশোল বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেন। রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী ঘটনাস্থলে আসেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

রাস্তার কাজের সূচনা করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাস্তার কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাউল এলাকায় নতুন সিমেন্টের ঢালাইয়ের রাস্তার কাজের সূচনা করেন তিনি। এদিন রাস্তার কাজের শিলান্যাসের সময় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল, সদস্যা কল্পনা মুর্মু, চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা মহন্ত সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, গোবরা লিন্ডার জমি থেকে গৌড় হালদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় ছিল। মাটির রাস্তাটি পাকা করার জন্য এলাকাবাসীরা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মতো রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করা হয় শনিবার। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'এই রাস্তাটি পাকা না হওয়ার কারণে এলাকার মানুষেরা সমস্যার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতেন। রাস্তাটি পাকা করার জন্য এলাকার মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছিলেন আমাকে। সেই মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে এই রাস্তাটি নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা করা হল।'

ফের বাংলাদেশির হদিস মিলল ভারতীয় ভোটার তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: চার বাংলাদেশের বাসিন্দার ভারতীয় ভোটার তালিকায় নাম। নাম কাটার জন্য বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাল পঞ্চায়েত সদস্য। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকের বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা পিঙ্কি সরকার বনগাঁর বিডিও-র কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ করেন তারা ভোটার তালিকা সংশোধন করতে গিয়ে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার ১৭ নম্বর পাটের বর্দ্ধনবেড়িয়া গ্রামে চারজন বাংলাদেশের বাসিন্দার খোঁজ পান। ভারতীয় ভোটার তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। পিঙ্কির দাবি, উক্ত ব্যক্তিরা প্রতিটি নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের পাসপোর্টে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে ভোট দিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে চলে যান। বনগাঁ বিডিওর কাছে এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে ভারতীয় ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানান। বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের দলনেতা হায়দার আলি মোল্লার দাবি, ১০ থেকে ১২ বছর আগে উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। কোন অসাধু চক্রকে টাকা দিয়ে ভোটগুলি তারা তৈরি করেছেন। অভিযুক্ত বিমল বিশ্বাস বলেন, তার জন্ম বাংলাদেশে হলেও তিনি ১৯৮০ সালে বিনিময় করে বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছেন। সেই সময় বাড়ি বাড়ি এসে তাদের ভোট করে দিয়ে গেছে। তারা এখানকার নাগরিক। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, এই নেতারা হয়তো ভারতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনীয় আইন ভালো করে পড়েননি। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা যখন আসবে এখানে তাদের স্থান হবে। হায়দার আলি মোল্লাকে বলব তার গ্রামে যে জামাতি ইসলামীরা এসে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ভালো করে তদন্ত করুন।

দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কোনা রোড, ষষ্টিতলা, সাঁত্রাগাছি , হাওড়া-৭১১১০৪
দূরভাষ ঃ- ২৬২৭-২৮৬৭/ ২০৯৪
স্বর্ণ-নীলাম বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ানুযায়ী ষষ্ঠীতলাস্থিত ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত অনাদায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ সমূহের সোনার গহনা, প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হইবে। নীলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নীলাম অনুষ্ঠানের অন্তত ৩ দিন পূর্বে ব্যাঙ্ক কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নীলাম সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে পূর্বে অথবা নীলাম চলাকালীন সময়ে স্থগিত রাখিবার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের রহিল। এই সম্পর্কে ঋণগ্রহীতাগণের অথবা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী গণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক কোনরূপ নিবেদন পত্র গ্রহণ করিবে না।
নীলামের তারিখ, সময় ও স্থান ঃ- ইং ২৯শে মার্চ ২০২৫ (শনিবার), বেলা ৩ ঘটিকায়, ষষ্ঠীতলাস্থিত ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয়ে স্থির করা হইয়াছে।
লোন একাউন্ট নম্বর ঃ-
● ১৩১/৪০০৮৮, ১৩১/৪০০৯১, ১৩১/৪০০৯২, ১৩১/৪০০৯৬।
● ১০৫/০৩৬৩৩
● ২৩১/০৩৯১৭, ২৩১/০৩৫৩০, ২৩১/০৩৫৩৫, ২৩১/০৩৫৫০, ২৩১/০৩৬৬১, ২৩১/০৩৬৬২, ২৩১/০৩৮৬২, ২৩১/০৩৯৬১।
● ২০৫/০০৪২৭, ২০৫/০০৪২৫, ২০৫/০০৩৭০।
আদেশানুসারে ঃ-
অশোক কুমার ব্যানার্জী, বিশেষ আধিকারিক, দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সৌরভ গোস্বামী, প্রধান নির্বাহী আধিকারিক, দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ট্রেন থেকে পড়ে জখম যাত্রীকে সাহায্যে বাধার অভিযোগ রেল পুলিশের বিরুদ্ধে

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু যাত্রীর, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার দুপুরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ছটফট করতে থাকেন এক ট্রেন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন রেলগেটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ছটফট করতে থাকা ওই যাত্রীকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ছুটে আসেন রেল পুলিশের কর্মীরা। রেল পুলিশের কর্মীরা স্থানীয়দের বাধা দিতে গেলে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের কর্মীদের সঙ্গে শুরু হয় স্থানীয়দের বচসা।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্থানীয়দের সঙ্গে রেল পুলিশের বচসার জেরে চিকিৎসার অভাবে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই রেল যাত্রীর। এরপরেই স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে পানাগড় রেলপাড় সংলগ্ন রেলগেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই যাত্রীর প্রাণ বাঁচানো যেত। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সিউড়ি থেকে হাওড়াগামী হুল এক্সপ্রেস পানাগড় স্টেশন ঢোকার মুখে ওই যাত্রী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান। মৃতের নাম রাজেশ্বর মণ্ডল। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের সাতগ্রাম এলাকায়।

জানা গিয়েছে, পরে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের কর্মীরা পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রেল পুলিশের অমানবিকতার কারণেই এক যাত্রীর মৃত্যু ঘটল। বারবার রেল পুলিশের আধিকারিকদের ওই যাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও তাঁরা কোনও উদ্যোগ নেননি। স্থানীয়দের অভিযোগ ট্রেনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে রেল পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকে। যাত্রীরা ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে যাতায়াত করলেও তাদের কোনও সুরক্ষা থাকে না।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সবজি চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের জেরে রাত-দিন দফায় দফায় বৃষ্টির ফলে সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষকরা, চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে সোনামুখীর কৃষকদের।

প্রকৃতি যেন বিরূপ সোনামুখীর কৃষকদের ওপর। বারংবার প্রকৃতির রোষ এসে পড়ছে কৃষকদের ওপর। এবার শুক্রবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টিতে রাতের ঘুম উড়েছে সবজি চাষিদের। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানন্দপুর কেনটিমানা সমিতি মানা সহ বেশ কয়েকটি এলাকার প্রধান জীবিকা চাষবাস। বর্তমান সময়ে কৃষকদের জমিতে রয়েছে বাদাম, তিল, করোলা, পটল সহ একাধিক সবজি। টানা বৃষ্টিপাতে জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে সবজির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এমনটাই আশঙ্কা কৃষকদের।

পাশাপাশি শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সে ক্ষেত্রে শিলা বৃষ্টি হলে কৃষকদের সর্বস্ব শেষ হয়ে যাবে। কোনও কোনও কৃষক জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই বাদামের গোরা পচতে শুরু করেছে। এছাড়াও বেশ কিছু কৃষকের জমিতে এখনো আলু তুলে জমির কোনায় আলু জড়ো করে ঢেকে রেখেছে কোল্ড স্টোরেজের পাঠাবে বলে। সেই আলুরও ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে । সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে দমকা হাওয়া। একেতেই মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে চাষ করতে হয়েছে অন্যদিকে ফসলের দাম সেভাবে নেই। এই পরিস্থিতিতে সবজি নষ্ট হয়ে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়বেন সোনামুখীর সবজি চাষিরা।

পুরসভার উদ্যোগে বিশ্ব জল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলার সর্ব বৃহৎ জল প্রকল্প যা কেএমডির তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়েছে আমাদের এই পুরসভা অঞ্চলের মধ্যে, ইতিমধ্যেই ১৯টি ওয়ার্ডে ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে জল সংরক্ষণ এবং সুচারুভাবে জল ব্যবহার করার আবেদন নিয়ে শনিবার সকালে বাবুঘাট থেকে উত্তরপাড়া প্রবেশদ্বার অবধি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান সহ অন্যান্য কাউন্সিলরগন। পদযাত্রার শেষে এক নৃত্যানুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'শনিবার বিশ্ব জল দিবস সেই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে জল দিবস পালন করা হল। উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ছিল উত্তরপাড়াবাসীদের ঘরে ঘরে পানীয় জল কী ভাবে দেওয়া যায় । তার সেই ভাবনাচিন্তা এতদিন বাদে বাস্তবায়িত হল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত চেষ্টায় সিএমডিএ ও পুর দপ্তরের সহযোগিতায় উত্তরপাড়া জল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা বার্তা দিচ্ছি জল সংরক্ষণ করুন। প্রয়োজনমতো জল ব্যবহার করুন।' এদিন রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয় পুরসভার পক্ষ থেকে এবং এই উপলক্ষে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেএমডির সহযোগিতায় শ্রীরামপুর পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিকাশিনালা ও স্যুয়ারেজ সিস্টেম পরিষ্কার করা নিয়ে বৈঠক হয়। বর্ষার আগেই জমা জলের মোকাবিলায় নিকাশিনালা ও স্যুয়ারেজ সিস্টেমের খোলনলচে বদলে উদ্যোগী হলো শ্রীরামপুর পুরসভা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক বছর পরে নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (স্যুয়ারেজ) সন্তোষকুমার সিং ও কেএমডিএর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা। পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাসনগর, হিন্দি স্কুল, নয়া বস্তি সংলগ্ন এলাকায় নিকাশির কাজ শুরু হয়েছে।

জেটিং যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথমে নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা, প্লাস্টিক ও ডাবের খোলা খুঁজে নিষ্কাশনের মাধ্যমে নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা হবে। ফলে, নর্দমাগুলিতে জল জমার সম্ভাবনা কমবে। বর্ষার সময়ে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কাও কমবে। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পরে শ্রীরামপুর চাতরা, মাহেশের নেহরু নগর কলোনি, জান্নগর রোড, রাইল্যান্ড রোড, আশুতোষ চ্যাটার্জি লেন, শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতাল চত্বর, নিউ মাহেশ, মল্লিক পাড়া, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউর মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নালা-নর্দমা পরিষ্কার করা হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফাইয়ের কাজে যাতে রোজকার জীবনে বিঘ্ন না ঘটে, সেই জন্য রাতে কেএমডিএ,র ইঞ্জিনিয়াররা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছেন। সাফাই ও নিকাশির কাজ সম্পূর্ণ হলে জলবাহিত আমাশা, জন্ডিসের মতো রোগের মোকাবিলা করা সহজ হবে। আবার মশাবাহিত ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের হাত থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।

শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্তোষকুমার সিংহ বলেন, অনেক বছর পরে কেএমডিএর উদ্যোগে আধুনিক যন্ত্র দিয়ে শ্রীরামপুর পুরসভার নালা-নর্দমা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ফলে, নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা আর থাকবে না। নিকাশির কাজ সহজ হবে। গিরিধারী শাহ বলেন, 'প্লাস্টিক আমাদের জীবনে অভিশাপ। বার বার মানুষকে সচেতন করা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা যাচ্ছে না। জেটিং মেশিনে কেবল বস্তা,বস্তা প্লাস্টিক বেরোচ্ছে। বর্ষার আগেই পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডেই যন্ত্রের মাধ্যমে নিকাশির খোলনলচে বদল করা হবে।'

শিক্ষকের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শনিবার জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জামালপুর ব্লকের প্রয়াত সভাপতি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবব্রতবাবু গত ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অবসরের পরপরই পরিবার সহ গুজরাটে ভ্রমণে গিয়ে এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় সপরিবারে তাঁর মৃত্যু হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন তাঁর আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে জামালপুর ব্লকের শিক্ষক শিক্ষিকারা। তাঁর নিজ বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার ব্লক স্তরে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় চোখের জলে।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি অতনু নায়েক, রাজ্য সম্পাদক অমিত ঘোষ, রানি সাহা, সন্দীপ ঘোষ সহ প্রবীর কুমার নায়েক, পীযূষ দাস, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ পাল, গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌরভ ব্রহ্মচারী, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুমন্ত ঘোষ সহ ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

প্রথমেই দেবব্রতবাবুর ছবিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক, ব্লক সভাপতি সহ সকল উপস্থিত ব্যক্তি। এরপর তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সকলেই দেবব্রতবাবুর মৃদুভাষী, দক্ষ সংগঠক ও মানবিক গুণাবলির প্রশংসা করেন। তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি অতনু নায়েক বলেন, 'এরকম আদ্যোপান্ত ভালো মানুষ আমি কখনও দেখিনি। দেবুদার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেই আমরা তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাব।' বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, 'দেবব্রতবাবু অত্যন্ত গুণী ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারার আক্ষেপ থেকে যাবে।'

ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'শুধু শিক্ষক নন, তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ব্লকের শিক্ষাসেলের সংগঠন শক্তিশালী হয়েছিল। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে সংগঠনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আজও শোকের ছায়া বিরাজমান তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

বিষ্ণুপুর পোড়ামাটির হাটে মিউজিক ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: কথায় আছে 'গান বাজনা মতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ মল্ল রাজাদের এই রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের সংগীত ঘরানা জগত বিখ্যাত। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের আয়োজনে পোড়ামাটির হাটে শুরু হল বিষ্ণুপুর মিউজিক ফেস্টিভ্যাল ২০২৫।

এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য বিষ্ণুপুর ঘরানাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা। তাই এদিনের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গান গাইলেন মন্ত্রীর সঙ্গে গানের গলায় সুর মিলালেন ছাত্রীরা। রংবেরঙের আলোয় সেজে উঠেছে পোড়ামাটির হাট চত্বর। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারি স্টলের পাশাপাশি বসেছে খাবারের স্টল। ভিড় জমিয়েছে বিষ্ণুপুরের অগণিত মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকেরা। এই অনুষ্ঠান চলবে তিন দিন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতিমানার ক্লাসিক্যাল সংগীত শিল্পী এই অনুষ্ঠানের পারফর্ম করবেন। সব মিলিয়ে মিউজিক ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে জমজমাট বিষ্ণুপুর।

গৃহহীনদের নতুন জীবন খুঁজে দেওয়ার দৃষ্টান্ত চুঁচুড়া পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জাতীয় নগর জীবিকা মিশন ও হুগলি পুরসভার যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে শহরের গৃহহীন মানুষদের থাকার জন্য নতুন ঘর।শহরের গৃহহীন মানুষদের জন্য নতুন জীবন খুঁজে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করল হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা। এক কথায় বলা চলে জীবনের মূল স্রোত থেকে ছিটকে যাওয়া মানুষদের আবারও জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে নতুন এক জীবন প্রদান করবে পুরসভার উদ্যোগ, যার নাম দেওয়া হয়েছে নবজীবন।

একসঙ্গে প্রায় ৫০ জন গৃহহীন মানুষদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এই নবজীবনের মধ্যে। এই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, চুঁচুড়ার আইসি রামেশ্বর ওঝা, হুগলি চুঁচুড়ার পুরসভার পুরপ্রধান অমিত রায়, উপ পুরপ্রধান পার্থ সাহা, পৌরসদস্য গৌরীকান্ত মুখার্জি, জয়দেব অধিকারী, সমীর সরকার, নির্মল চক্রবর্তী, মৌসুমী সাহা প্রমুখ।

যে সমস্ত মানুষদের থাকার জন্য কোন ঘর নেই, রাস্তাতেই দিনযাপন করতে হয় তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ ব্যবস্থা। বলা চলে সর্বহারা যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবার হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা ও বিধায়ক অসিত মজুমদার। এদিন উদ্বোধনের পর বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'যাদের মাথার ওপরে কোনও ছাদ নেই, ভবঘুরে তাদের জন্য এই ভবন। আমাদের শহরে অনেক গরিব মানুষ আছে যাদের থাকার কোনও জায়গা নেই রাতে রাস্তায় বা অন্য কোনও জায়গায় অসহায় অবস্থায় রাত কাটান।

বিদেশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী নিজেই চলে যান: শত্রুঘ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: চিত্তরঞ্জন রেল শহরের দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় সাংসদ ফান্ডের কোটার টাকায় নতুন ভবনের নির্মাণ হল। সেই ভবন উদ্বোধন করলেন আসানসোলের সাংসদ তথা চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিনহা। শনিবার সেই নতুন ভবনের উদ্বোধন করতে তিনি চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু বিদ্যালয় গিয়েছিলেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্র সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে কটাক্ষ করেন শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁর দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড সহ বিদেশের বিভিন্ন সম্মানজনক জায়গা থেকে ডাক পেলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোথাও ডাক পান না। তিনি নিজেই ছুটে যান বিভিন্ন জায়গায়। সম্প্রতি আমেরিকা এবং তাঁর মরিশাস সফর নিয়েও কটাক্ষ করেছেন শত্রুঘ্ন সিনহা। পাশাপাশি কেন্দ্রের ব্যাপক অংকের টাকা বাকি পড়ে আছে যা দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়েও কেন্দ্রের সমালোচনা করেন বিহারীবাবু। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করতে এসে ইউজিসি ফান্ডের টাকা কেন বাকি সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। আগামী দিনে জিরো আওয়ারে তিনি চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা সহ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সংসদে আওয়াজ তুলবেন বলে জানিয়েছেন।তাছাড়াও এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা মুকুল উপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান,সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মন্ডল সহসভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র সমাজসেবী ভোলা সিং সহ আরও অনেকে।

বিনামূল্যে হার্টের পরীক্ষা শিবির: নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা নদিয়া জেলার নবদ্বীপের মতিরায় বাঁধ রোড এলাকায় বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে ও লায়ন্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শনিবার আয়োজিত হল বিনামূল্যে হার্টের পরীক্ষা শিবির।

শনিবার মতিরায় বাঁধ রোড লায়ন্স ক্লাব ভবনে বিভিন্ন এলাকার আনুমানিক ২০০ জনের ও বেশি মানুষকে নিয়ে আয়োজিত হয় বিনামূল্যে কার্ডিয়াক পরীক্ষা শিবির, মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে ও নবদ্বীপ লায়ন্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে কার্ডিয়াক পরীক্ষা শিবিরের। উপস্থিত ছিলেন, কলকাতা থেকে প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক কুনাল সরকার সহ একাধিক কার্ডিয়াক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক,অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রখ্যাত হার্টের চিকিৎসক কুণাল সরকারকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি হাতে তুলে দিয়ে সম্বর্ধনা জানান নবদ্বীপ লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা, শনিবার বিনামূল্যে কার্ডিয়াক পরীক্ষার শিবিরে আসা মানুষদের প্রথমে ইসিজি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হয়। নবদ্বীপ লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জানান, এ ধরনের শিবির এই প্রথম আয়োজন করা হল,আগামীতে শিশুদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করার ভাবনা রয়েছে।

বিষ্ণুপুরে এক লক্ষের বালুচরী শাড়ি তৈরি

সরকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০ তাঁতশিল্পীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: জিআই স্বীকৃত বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্প জগৎ বিখ্যাত, ২০২৩ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া এসে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তাঁত শিল্পীদের নিয়ে বালুচরী শাড়ির প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করার। এরপর টেকনিক্যাল এডুকেশন দপ্তর, হ্যান্ডলুম ডিপার্টমেন্ট, বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ ও বিষ্ণুপুর কেজি কলেজের সহযোগিতায় ছ'মাস পূর্বে বিষ্ণুপুরের কুড়িজন তাঁত শিল্পীকে নিয়ে একটি ছয় মাসের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এই শিবিরে শেখানো হয় কম্পিউটারে ডিজাইন করে কী ভাবে শাড়িতে রূপ দেওয়া যায়।

প্রশাসনিক আধিকারিকরা মনে করছেন, এই প্রথম কোনও কলেজ থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছেন তাঁত শিল্পীরা। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কুড়িজন তাঁতশিল্পী তাঁদের নিরলস পরিশ্রমে এক লক্ষ টাকা দামী একটি বালুচরী শাড়ি তৈরি করেন। শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এই শাড়ি তৈরি করতে কুড়ি জন শ্রমিকের টানা দু' মাস সময় লেগেছে। এই শাড়িতে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের করম পুজোর বিভিন্ন কাহিনি ও গল্প। শাড়িতে রয়েছে ধামসা মাদলের ছবি, রয়েছে কী ভাবে করম পুজোয় গাছকে পুজো করা হয় তার চিত্র। সবমিলিয়ে অপরূপ সুন্দর একটি বালুচরী শাড়ি তৈরি করে তাক লাগিয়েছেন এই শিল্পীরা। এদিন তাদের ৬ মাসের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হলে এই কুড়িজন শিল্পীর হাতে সরকারি সার্টিফিকেট তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

তবে মন্ত্রী মনে করছেন বিষ্ণুপুরে যে ২০জন শিল্পী বালুচরির আধুনিক ডিজাইন তৈরি শিখলেন আগামী দিনে তাঁরা স্বনির্ভর হবেন এবং তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে আরও অনেক মানুষের। তিনি আরও বলেন, 'উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হবে।' তবে সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি তাঁতশিল্পীরা।

ঘরের মাঠে হার দিয়ে শুরু কেকেআরের, জয়ী আরসিবি

কেকেআরের প্রাক্তনীকে নিয়েই ঝড় তুললেন বিরাট

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

শনিবারের ইডেনে কালবৈশাখীর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু প্রকৃতি নয়, ঝড় তুলল আরসিবি। তাতেই বেসামাল গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল কেকেআর। শাহরুখ খানের সামনেই ঘরের মাঠে অজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেটে হারল কেকেআর। উদ্বোধনে লেজার শো আকাশ ঝলমল করলেও, বসন্তে মাঠ রাঙিয়ে দিল বিরাট শো। মাত্র ৩৬ বলে ঝলমলে তাঁর ৫৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। যেখানে বাউন্ডারির সংখ্যা ৪। ওভার বাউন্ডারি ৩। বিরাট গর্জন শুধু ইডেন জুড়ে। তারসঙ্গে ছিলেন আবার কেকেআর প্রাক্তনী। কেকেআর ছেড়ে দিয়েছিল ফিল সল্টকে। ইংল্যান্ডের ব্যাটার এদিন পুরানো দলকে যোগ্য জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। ৩১ বলে করেন ৫৬ রান।

আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে আরসিবির সামনে জয়ের জন্য ১৭৫ রানের টার্গেট রেখেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। টস জিতে কেকেআরকে ব্যাট করতে পাঠায় আরসিবি। কেকেআর তোলে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৪ রান। জবাবে ২২ বল হাতে রেখেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

এদিন শুরুতে ব্যাট করতে নেমে নাটকীয় প্রথম ওভারে জীবন পেয়েও ৪ রানের বেশি করতে পারেননি কুইন্টন ডি কক। এরপর অজিঙ্ক রাহানে ও সুনীল নারিন ১০৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। কিন্তু এই দুজন তিন বলের ব্যবধানে ফিরতেই দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে কেকেআর। ১০ ওভারে ১০৭ রানে পড়েছিল দ্বিতীয় উইকেট। সেখান থেকে ১৫ ওভারে স্কোর দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৪৫। ৯.৩ ওভারে কেকেআর ১০০ রান করার পরেও দুশো তুলতে পারেনি। পাঁচটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে নারিন করেন ২৬ বলে ৪৪। ২৫ বলে অর্ধশতরান করা রাহানে করেন ৩১ বলে ৫৬, মেরেছেন ৬টি চার ও চারটি ছয়। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ২২ বলে ৩০ রান করেন। বেঙ্কটেশ আইয়ার ৬, রিঙ্কু সিং ১২, আন্দ্রে রাসেল ৪ ও হর্ষিত রানা ৫ রান করে আউট হন। রামনদীপ সিং ৫ ও স্পেনসার জনসন ১ রানে অপরাজিত থাকেন। ক্রুণাল পাণ্ডিয়া ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে নেন তিন উইকেট। জশ হ্যাজলউড ৪ ওভারে ২২ রান খরচ করে নেন ২ উইকেট। যশ দয়াল ৩ ওভারে ২৫, রসিখ সালাম দার ৩ ওভারে ৩৫ ও সুযশ শর্মা ৪ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট নেন।

জবাবে খেলতে নেমে পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৮০ রান তুলে ফেলে আরসিবি। পুরানো দলের বিরুদ্ধে ফিল সল্টই ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। বৈভব অরোরা প্রথম ও ততীয় ওভারে দেন যথাক্রমে ১২ ও ২০ রান। বরুণ চক্রবর্তী প্রথম ওভার করতে যান চতুর্থ ওভারে। ফিল সল্ট তিনটি চার ও ১টি ছয় সহযোগে এই ওভারেই নেন ২১ রান। পঞ্চম ওভারে স্পেনসার জনসন ১৭ রান দিয়ে বসেন। ফিল সল্টও অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ২৫ বল খেলে। আরসিবি ৩.৪ ওভারে ৫০ ও ৯.৫ ওভারে ১০০ রানে পৌঁছয়। আরসিবির প্রথম উইকেট পড়ে ৮.৩ ওভারে ৯৫ রানে। ফিল সল্ট ৯টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩১ বলে ৫৬ করে বরুণ চক্রবর্তীর শিকার হন। কেকেআরে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর জায়গায় ইমপ্যাক্ট সাব হয়ে নামেন বৈভব অরোরা। আরসিবির ইমপ্যাক্ট সাব দেবদত্ত পাড়িক্কল, তিনি নামেন সুযশ শর্মার জায়গায়। পাড়িক্কল ১০ বলে ১০ রান করে নারিনের বলে আউট হলে আরসিবির স্কোর দাঁড়ায় ১১.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১১৮। বিরাট এদিন আইপিএল কেরিয়ারের ৫৬তম অর্ধশতরান পূর্ণ করলেন ৩০ বল খেলে। পঞ্চাশের বেশি রান করলেন এই নিয়ে ৬৪ বার। তারই ফাঁকে কেকেআরের বিরুদ্ধে কোহলির ১০০০ রান পূর্ণ হলো ইডেনে। এই নিয়ে চতুর্থ আইপিএল দলের বিরুদ্ধে এই নজির গড়লেন বিরাট। আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার ১৬ বলে ৩৪ করেন, ৫টি চার ও ১টি ছয়ের সাহায্যে। তাঁকে ফেরান বৈভব অরোরা। ১৫.৩ ওভারে ১৬২ রানে তৃতীয় উইকেট পড়ে আরসিবির। জয়ের জন্য তখন দরকার ২৭ বলে ১৩ রান। এই সময় স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট নেয় আরসিবি। আরসিবি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ১৬.৩ ওভারেই। জয় এলো ২২ বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে। বিরাট ওপেন করতে নেমে ৩৬ বলে ৫৯ রানে অপরাজিত রইলেন। মেরেছেন চারটি চার ও তিনটি ছয়। লিয়াম লিভিংস্টোন ৫ বলে ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন। বৈভব অরোরা ৩ ওভারে ৪২, বরুণ চক্রবর্তী ৪ ওভারে ৪৩ ও সুনীল নারিন ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট নেন। স্পেনসার জনসন ২.২ ওভারে ৩১ ও হর্ষিত রানা ৩ ওভারে ৩২ রান দিয়ে উইকেট পাননি।

ছবি: অদিতি সাহা

ইডেনে ম্যাচ জেতাতেই বিরাট কোহলিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ভক্তের।

বাদশার সঙ্গে বিরাটদের নাচ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জৌলসহীন

ঘণ্টা বাজানোতেই বোঝা গেল সিএবিতে ‘আমরা-ওরা’ বিভেদ

ইডেনে খেলা শুরুর আগে ঘণ্টা বাজানোই নীতি। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর সঙ্গে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীদের পাশে সিএবির বাকি কর্তারাও।

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইডেনে ঘণ্টা বাজিয়েই খেলা শুরু করার রীতি। সেখানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, প্রাক্তন বিসিসিআই চেয়ারম্যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের সঙ্গেই ছবি তুলতে মুখ বাড়িয়ে দিলেন সিএবি'র পরিযায়ী পাখির মতো আইপিএলে দেখা পাওয়া কর্তারা।যাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে, রঞ্জিতে ঋদ্ধির শেষ ম্যাচে, ক্লাব ক্রিকেটের ফাইনালে কোনও সময়ই দেখা যায় না। এখানে ঠিক হাজির। সে বেশ, দায়িত্ববান সব কর্তা। তাবলে, আমরা-ওরা কেন? কী দোষ করলেন আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। সিএবির প্রাণপুরুষ শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়াকে যে দেবতার আসনে বসিয়ে ফটোগ্রাফার ডেকে এনে মালা দেওয়া হয়, যাঁকে ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারত না সিএবি, তাঁরই ছেলের নাম যে অভিষেক ডালমিয়া! শুধু তাই নয়, তিনি সিএবির প্রাক্তন সচিব ও কনিষ্ঠতম সভাপতিও। কিন্তু বেমালুম ভুলে গেলেন কীভাবে সিএবির কর্তারা! ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও নেই? অথবা নিজেদের আত্মসম্মান?

উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে টিকিট কেলেঙ্কারির কথা কে না জানে! দেদার চলেছে সিএবি অন্দর থেকেই বেরিয়ে যাওয়া টিকিটের কালোবাজারি। পুলিশ কয়েকজনকে শেষমেশ গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু লাজলজ্জা নেই কারোরই। আসলে চলেছে ভোট রাজনীতির অঙ্ক। ছোট ক্লাবের কর্তাদের কাছে টানতেই হিসেব কষে বিলোনো হচ্ছে টিকিট। কাউকে আপার টিয়ার, কাউকে লোয়ার, কেউ কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলে লটারি কাটার মতো পেয়ে গেছেন ক্লাবহাউজের ভিআইপি বক্সের টিকিটও। সিএবির এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্তা জানিয়ে দিলেন, জগমোহন ডালমিয়া, তাঁর ছেলে অভিষেক ডালমিয়া, এমনকি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছি এই পদে, কিন্তু এমন অযোগ্য, অপদার্থ কর্তা হতে পারে কেউ ভাবিনি। সারাদিনই অর্পিতার সঙ্গে ফোনে ব্যস্ত থেকেই দিন চলে যায় সিএবি সভাপতির। সিএবির নাম ডোবাচ্ছেন পদে বসে। ওনার উচিত, ঘরেতে মাথার ওপর থেকে প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার ছবিটা সরিয়ে দিতে। ওনার ছবির সামনে কলঙ্ক না ছড়ালেই ভাল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ভোটের কাছে সব নস্যি, টাকা কামাও ফূর্তি করো।

ভোট রাজনীতিতেই কি অভিষেক ডালমিয়াকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে! শুধু তো এবার নয়। এর আগে ঋদ্ধিমান সাহার ফেয়ার ওয়েলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েও মঞ্চে ডাকা হয়নি একবারও। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে ভোট অফ থ্যাঙ্কসেও তাঁর নাম উচ্চারণ করা গেল না! কে না জানে, মিতভাষী অভিষেক ডালমিয়ার ক্রিকেট ময়দানে জনপ্রিয়তা, সিএবির সচিব থেকে সর্বকনিষ্ঠ সভাপতির পদ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। এই জনপ্রিয়তাতেই কি ঈর্ষা? নাকি নির্বাচনের অঙ্কে চাপ বেড়ে যেতে পারার জটিল মানসিকতার অঙ্ক! কে দেবেন উত্তর! ভুলে গেলে চলবে কেন, যে লেজার শো দেখিয়ে নাম কামানোর চেষ্টা হল, তাও ইডেনে প্রথম দেখিয়েছিলেন প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত।

শুধু তো ম্যাচ নয়, গোটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই ছিল এক পেশে। শাহরুখ খানের ডায়লগ, বিরাট রিঙ্কুদের নাচ ছাড়া আর কিছুই তেমন নেই। এমনকি বলিউডের মেলোডি কুইন শ্রেয়া ঘোষাল বা বলিউড তারকা দিশা পাটানি কেউই খুব বিশেষ নজর কাড়তে পারেননি। পারবেন বা কী করে, অনুষ্ঠানও যে একমুখী। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ইডেনে এসেছিলেন সমর্থকরা। এদের মধ্যেই সমীরণ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেমন দেখ লেন অনুষ্ঠান। কিন্তু তাঁর গলাতে শুধুই আফশোষ।

তিনি বললেন, পরিবারের জন্য চারটে টিকিট কেটেছিলাম। মাত্রাতিরিক্ত দাম। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উল্টোদিকেই বসার জায়গা হয়েছিল। শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও দেখার সুযোগই হল না। পুরোটাই যেন সিএবি কর্তাদের মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠান। কারণ, মঞ্চটাই করা হয়েছে ক্লাব হাউজমুখী। বাকিরা স্টেডিয়ামের কেউই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেননি। কিন্তু, সিএবি কর্তাদের কী জানা ছিল না, ক্লাব হাউজ নয়, বেশিরভাগ ব্লকই অন্যদিকে? তারা কী দোষ করেছিল? নাকি নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিলেন সিএবি কর্তারা? কলকাতার আঠারোতম আইপিএলের উদ্বোধন। সিএবি কর্তাদের অকর্মণ্যতায়, অযোগ্যতায়, অপদার্থতায় সাধারণ মানুষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেখা থেকে বঞ্চিত থাকল।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সংসদের পুনর্বিন্যাস রুখতে দক্ষিণী গোষ্ঠীর আলোচনা সভা

চেন্নাই, ২২ মার্চ: এর আগেও প্রায় একাধিকবার বিতর্কের জেরে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল সংসদের ‘ডিলিমিটেশন’। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে সেই ‘বিতর্কিত’ ডিলিমিটেশন পদ্ধতি নিয়ে মোদি সরকার আসরে নামতেই সুর চড়িয়েছিল দক্ষিণী রাজনীতিকরা। আর বারংবার সেই পারদকে এক ধাপ, এক ধাপ করে চড়তে ‘মদত’ জুগিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

প্রসঙ্গত, এর আগেও ইন্দিরা গান্ধির সময়কালে কিছু রাজ্যের জনসংখ্যা কম থাকার কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া। মূলত, জনসংখ্যা কম থাকার কারণে সংসদে আসন কমে যাচ্ছিল কিছু রাজ্যের সেই কারণে নেওয়া হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত। শনিবার আবার কমিটির মুখে উঠে এল সেই ইতিহাসের কথাই।

এবার স্ট্যালিনের সেই আন্দোলনই পেল নতুন মাইলেজ। শনিবার চেন্নাইয়ে হয়ে গেল ডিলিমিটেশন-বিরোধী দক্ষিণী গোষ্ঠীর একটি আলোচনা সভা। সেই আলোচনা সভা বা ‘জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি’র বৈঠকে যোগ দিতে শুক্রবারই তামিলনাড়ুতে হাজির হয়েছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তেলঙ্গানার কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। এছাড়াও, এই বৈঠকে এসেছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও। জল্পনা উড়েছিল, এই বৈঠকে হাজির হতে পারেন পবন কল্যাণের দলের এক সাংসদও। কিন্তু তা হয়নি।

তবে দক্ষিণে ডিলিমিটেশন বা সংসদের আসন পুনর্বিন্যাস এখন যেন একটা জ্বলন্ত ইস্যু। আর সেই আগুনকে থামাতে ও দক্ষিণকে ‘বৈষম্য’ থেকে মুক্ত করতে, এমনকি ডিলিমিটেশন রুখতে হয়ে গেল এই বৈঠক।

জনসংখ্যাকে হাতিয়ার করেই জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডিলিমিটেশন-কে আরও ২৫ বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন। কমিটির যৌথ প্রস্তাব, যেখানে দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের জনসংখ্যার হারকে এতটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেই ভিত্তিতে শুধুমাত্র জনসংখ্যার নিরিখে সংসদে আসন পুনর্বিন্যাস আসলেই বৈষম্যমূলক।

তাদের আরও দাবি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে, রাজ্যের জনহার পড়েছে। তাই বলে, ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। আর এই ডিলিমিটেশনকে আগামী ২৫ বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া উচিত। এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হবে বলেও জানায় কমিটির সদস্যরা।

‘দাঙ্গাবাজ’দের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের হুঁশিয়ারি ফড়নবিশের

মুম্বই, ২২ মার্চ: নাগপুরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় এবার যোগী নীতি মহারাষ্ট্র সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এই হিংসায় সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষয়তির হিসেব দাঙ্গাকারীদের থেকে বুঝে নেবে সরকার। যত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মেটাতে হবে অপরাধীদের। বাজেয়াপ্ত করা হবে সম্পত্তি। প্রয়োজন পড়লে চলবে বুলডোজার।

উল্লেখ্য, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের কবর সরানোর দাবিতে মহারাষ্ট্রে বিক্ষোভ শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। তেমনই এক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গত ১৭ মার্চ অশান্তি চরম আকার নেয় নাগপুরে। গুজব ছড়ায়, ওই বিক্ষোভে একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেই গুজবকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। একের পর এক গাড়ি পোড়ানোর পাশাপাশি পুলিশের উপর চলে হামলা। পরিস্থিতি সামাল দিতে জারি করা হয় কার্ফু। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, এখনও পর্যন্ত এই হিংসার ঘটনায় ১০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে চলছে গ্রেপ্তারি। যারা সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়াচ্ছে তাদেরও রেহাত করা হবে না। এমনকী এই হিংসায় বাংলাদেশ যোগের যে তত্ত্ব সামনে আসছিল তা উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানান, ‘যারা এই হিংসার ঘটনায় যুক্ত ছিল তাদের কোনওভাবেই রেহাত করবে না সরকার। যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার পয়সা দাঙ্গাবাজদের কাছ থেকে উসুল করা হবে।

পাকিস্তান পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বালোচিস্তানের মানবাধিকার কর্মী মেহরান

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ: বালোচিস্তানের মানবাধিকার কর্মী মেহরান বালোচকে গ্রেপ্তার করল পাকিস্তানের পুলিশ। সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও ১৬ জন বিক্ষোভকারী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পাকিস্তানের কোয়েটা শহরে মেহরানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, মেহরান নাকি বালোচদের অধিকারের দাবি এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে বহুদিন ধরেই পাকিস্তানে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন।

তবে, মেহরানের গ্রেপ্তারির বিষয়ে পাকিস্তানের প্রশাসন এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি। তবে পাকিস্তানের পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক নাম গোপন রাখার শর্তে সংবাদ সংস্থাকে গ্রেপ্তারির কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মেহেরান-সহ ১৭জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে সাত জন মহিলাও রয়েছেন। গ্রেপ্তার হওয়া বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কী কী ধারায় মামলা করা হবে, তা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত মুখ মেহরান। বালোচিস্তান প্রদেশে বিচার-বহির্ভূত হেনস্তা, গ্রেপ্তারি এবং হত্যার অভিযোগে দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তান প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কয়েক জন বালোচকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংস্থা আটক করেছে বলে অভিযোগ তোলে তাঁর সংগঠন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে শুক্রবার থেকে কোয়েটায় বালোচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসেন মেহরান এবং তাঁর সহযোগীরা। শনিবার সকাল জানা যায়, তাঁদের আটক করেছে কোয়েটার পুলিশ। পরে সংবাদ সংস্থা পুলিশ সূত্রে জানায়, তাঁদের গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বালোচিস্তানের সংগঠন বালোচ সংযুক্ত কমিটি এবং পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এর প্রতিবেদন অনুসারে, ওই সময়ে তিন জন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। এ ছাড়া আরও ১৩ জন জখম হয়েছেন বলে দাবি তাঁদের।

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e–Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 20/ BANNYESWAR GP/15th CFC/2024-25, DATE:- 19.03.2025.** The last date for online submission of all tender is **29.03.2025 up to 14:00hours**. For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e–Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 19/ BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, DATE:- 19.03.2025**. The last date for online submission of all tender is **29.03.2025 up to 14:00hours**. For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e–Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 18/ BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, DATE:-19.03.2025.** The last date for online submission of all tender is **29.03.2025 up to 14:00hours.** For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide Niet **No. 16/2024-25, Memo No. 93/15th C.F.C/ KGP/ 2025, Dated:21/03/2025**, by The Pradhan, **Kashipur Gram Panchayet.** Last Date of Application **28/03/2025 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat
Beldanga-II, Murshidabad

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার নোটিশ
ই-টেন্ডার নোটিশ নং : EO_LP_25 তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫। ডিজিএম/সিএলডব্লু/সিআরজে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি বা সংস্থার স্বত্বাধিকারী বা ব্যক্তির কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম :** টাইম অফিস গেট এর নিকট দুই (২) বছরের জন্য লজিস্টিক হাব (পার্কিং এবং অন্যান্য স্পেস) পরিচালনার জন্য চুক্তি। **চুক্তির মেয়াদ :** ০২ বছর। **বায়না জমা :** ২২,৪০০ (বাইশ হাজার চারশো টাকা) টাকা। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় :** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট ঠিকানা :** ই-টেন্ডার এবং অনলাইনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিস্তারিত পাওয়া যাবে রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in. থেকে। **যোগাযোগ :** ৯১৬৩৩৪০০২৪।
PR2-858 ডে. জেনারেল ম্যানেজার/সিএলডব্লু/সিআরজে
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ME/NIT-42/2024-25** for “Construction of sinking of one no. Tubewell 140 Mtr. deep by D.R. method with UPVC pipe & UPVC Ribbed Strainer at inside Dackbanglo Pump Station Ward-17 Under Krishnanagar Municipality.” The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. **Tender id: 2025_MAD_830176_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 05/MGP/15th FC/2024-25 & 13/MGP/5th FC/2023-24 (3rd Call) Dated: 21-03-2025.** The last date for online submission of tender is **01-04-2025 (Monday) up to 14:00 Hours.**
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

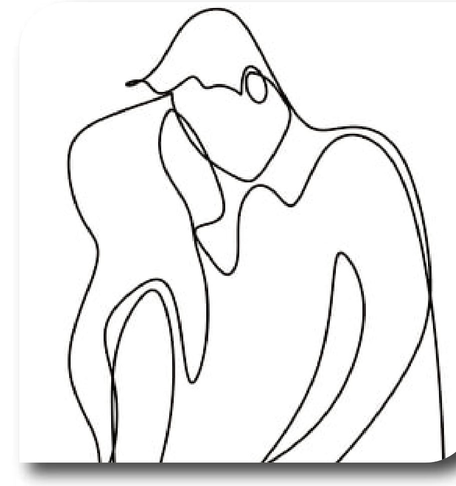

বিমল মিত্র

বাংলা সাহিত্যের

ব্যতিক্রমী এক কথাশিল্পী

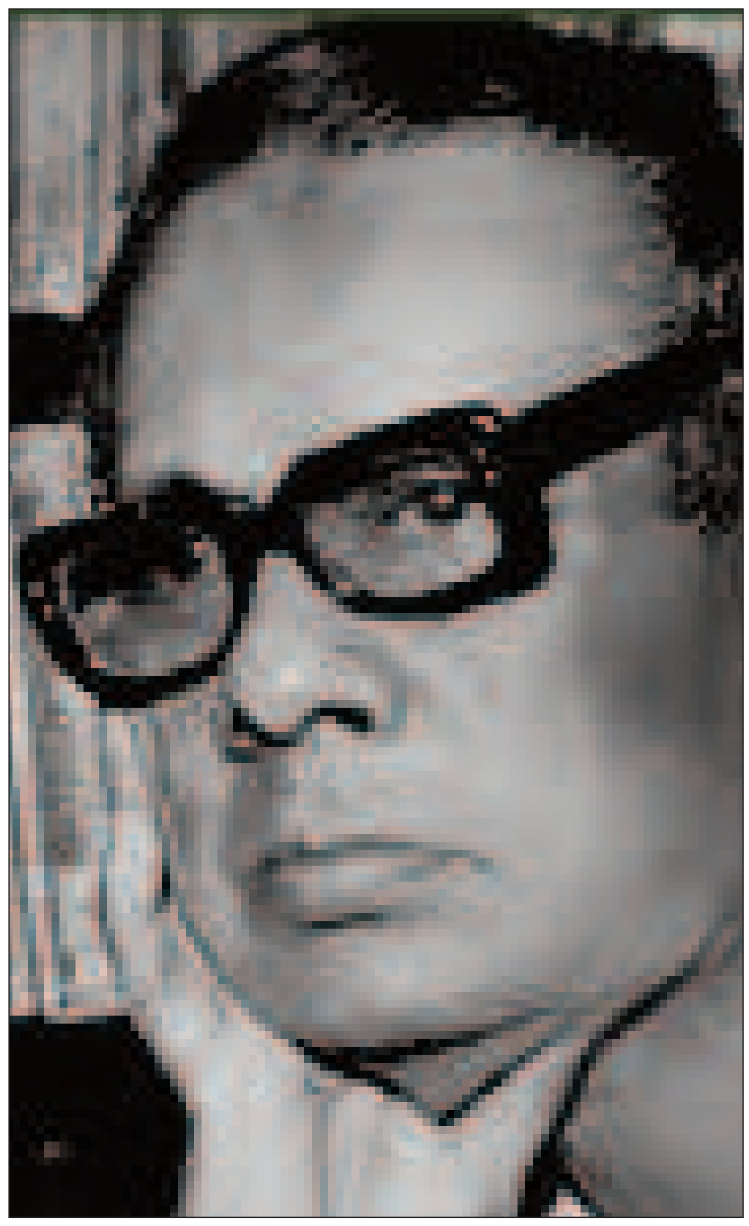

এস ডি সুব্রত

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী এক কথাশিল্পী বিমল মিত্র। বিমল মিত্র যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন বিরল ব্যক্তিত্ব এবং যুগ পুরুষ, এ বিষয়ে সন্দেহর কোনও অবকাশ নেই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। এর প্রধান কারণ, তাঁর সাহিত্য কীর্তি। তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিমল মিত্র শুধু একজন সাহিত্য প্রেমিক বা এক অসাধারণ প্রতিভাময় সাহিত্যকি ছিলেন না, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগে সাহিত্যের চালিকাশক্তি। ভারতের প্রাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তর এই দুই যুগের সাহিত্যিক হিসেবে একজন যুগপুরুষ। কেন তাঁকে যুগ পুরুষ বলছি, তার কারণ তিনি শহর জীবনের কথা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এতো সুন্দর ও নিবিড় ভাবে গেঁথেছেন, তাঁর আগে কোনও সাহিত্যে এ ধরনের কাজ করেছেন কিনা তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে । বিমল মিত্র জনপ্রিয় বাঙালি ঔপন্যাসিক। বিমল মিত্র ১৯১২ সালের ১৮ মার্চ বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রাম ফাতেপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সতীশচন্দ্র মিত্র আর মাতা সুরঞ্জনা দেবী। তিনি বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। তার প্রথম উপন্যাস ‘ছাই’। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ উপন্যাস তার অন্যতম গ্রন্থ। ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ গ্রন্থের জন্য ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর এত জনপ্রিয়তা সম্ভবত আর কোনো সাহিত্যিক অর্জন করতে পারেননি। বিমল মিত্রের জন্ম কলকাতায়। কর্মজীবনে তিনি রেলে চাকরি করতেন। বিমল মিত্র তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তির প্রয়োগে তিনশো বছরের ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনাকে সাহিত্যের আঙ্গিকে একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে সৃজিত করেছেন এবং তা দর্শক ও পাঠকদের সামনে প্রাঞ্জল ভাবে প্রস্তুত করেছেন। এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সুনিপুণ মেলবন্ধনে সজীব করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কীর্তি। সাহিত্যের স্রোত অন্য ধারায় প্রবাহিত করতে ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যখন ব্যস্ত এবং মাটির কাছাকাছি থাকা তিন বন্দ্যোপাধ্যায় -বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক যখন খ্যাতির শীর্ষে ঠিক তখনই মাটির গন্ধ মেখে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কথাশিল্পী বিমল মিত্রের আবির্ভাব। আশুতোষ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে রেলে চাকরি। রেলে চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চা। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস ছাই।

পঞ্চাশের গোড়ায় বন্ধু সাগরময় ঘোষের আগ্রহে ধারাবাহিক ‘সাহেব বিবি গোলাম’ লিখে আলোড়ন তুলেছিলেন। তার লেখার মাধ্যম ছিল ছোটগল্প, উপন্যাস। উপন্যাস রচনায় তিনি এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে আরো বেশ ক'জন নকল লেখক বিমল নামে উপন্যাস রচনা করতে থাকে। তার নামে অন্তত ২০০টি বই বেরিয়েছিল যে বইগুলোর লেখক আদৌ তিনি নন। বাধ্য হয়ে তাকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে, একমাত্র ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ ছাড়া সব উপন্যাসে তার নিজের সই আছে। এই উপন্যাসের জন্যই তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্র পুরস্কার। ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ যখন ধারাবাহিক হিসেবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে মানুষ সেই উপন্যাস পড়ে নিত, এমনই ছিল এর জনপ্রিয়তা। তার গল্প বা উপন্যাস ভারতের যতগুলো ভাষায় অনূদিত হয়েছিল একমাত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনো লেখকেরই সৃষ্টি অতগুলো ভাষায় অনূদিত হয়নি। তার রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে- ‘চাই’, ‘একক দশক শতক’, ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’, ‘বেগম মেরী বিশ্বাস’, ‘চলো কলকাতা’, ‘পতি পরম গুরু’, ‘এই নরদেহ’, ‘এরই নাম সংসার’, ‘মালা’, ‘দেওয়া নেওয়া’, ‘তোমরা দুজনে মিলে’, ‘গুলমোহর’, ‘যা দেবী’, ‘আসামী হাজির’। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘সত্যিই আমার কিছু হয়নি। অবশ্য তা নিয়ে আমি দুঃখও করি না। কারণ জীবনে যে কিছু হতেই হবে তারই বা কী মানে আছে।তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় চেতলা স্কুলে। তার পরে আশুতোষ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পিতা সতীশচন্দ্র মিত্র ফাতেপুরের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি কলকাতা ও তার বাইরে থাকতেন। গ্রামের জমিজমা, ফলের বাগান দেখাশুনা করতে বছরে কয়েকবার তাঁর বাবাকে সপরিবারে

এখানে আসতে হত। এভাবে বাবার সাথে যাতায়াত করে পৈতৃক গ্রামের প্রতি শৈশব থেকেই তাঁর নাড়ীর টান দৃঢ় হাতে থাকে। এভাবেই ফতেপুরের মাঠ, ঘাট আর জন জীবন তাঁর নখদর্পণ হয়ে গিয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ তাঁর বিখ্যাত কালোত্তীর্ণ উপন্যাস ‘সাহেব বিবি গোলাম’। পরাধীন সমাজ ব্যবস্থা এবং সরল গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে শহরে কৃত্রিমতার তারতম্য এই উপন্যাসটিতে তিনি নিপুণতাভাবে গ্রন্থিত করেছেন ‘সাহেব বিবি গোলাম’ সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কয়েক কিস্তি প্রকাশের পরপরই নিন্দুকেরা অপপ্রচার,কুৎসাভরা চিঠি এমন কি প্রাণনাশের হুমকিও তিনি পেয়েছেন। আর তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে নির্বিকার সাধকের মত এই উপন্যাসের পরবর্তী কিস্তিগুলি লিখে গেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর এটিই আবার বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।‘দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ উচ্ছসিত প্রশংসা করে’ বলেছিলেন ‘আমার ধারনা এ গ্রন্থ একটি কালোত্তীর্ণ ক্লাসিক । এ ধরনের উপন্যাস একশো বছরে মাত্র একটি রচিত হওয়ায় যথেষ্ট।’ প্রায় পাঁচশোটি গল্প ও শতাধিক উপন্যাসের লেখক বিমল মিত্র। এছাড়াও বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন। তাঁর রচনা ভারতের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসাবে তিনি ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন।

বিমল মিত্র ছিলেন লেখক হিসাবে অন্তর্মুখী, জেদ আবার রসিক প্রকৃতির। কোন প্রকাশ্য সাহিত্য সভায় কিংবা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান যাওয়া একদম পছন্দ করতেন না। নিজের সম্পর্কে বিমল মিত্র নিজেই মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ‘...সত্যিই আমার কিছু হয়নি। অবশ্য তা নিয়ে আমি দুঃখও করি না। কারণ জীবনে যে কিছু হতেই হবে তারই বা কী মানে আছে। আকাশের আকাশ হওয়া কিংবা সমুদ্রের সমুদ্র হওয়াটাই তো যথেষ্ট। লেখক আমি হতে না-ই বা পারলাম, মূলতঃ আমি একজন মানুষ। মানুষ হওয়াটাই তো আমার কাছে যথেষ্ট ছিল। কারণ তরুলতা অরি সহজেই তরুলতা, পশু-পাখি অতি সহজেই পশু-পাখি, কিন্তু মানুষ অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে অনেক যন্ত্রণায় অনেক সাধনায় আর অনেক তপস্যায় তবে মানুষ। আমি কি সেই মানুষই হতে পেরেছি?’ ১৯৯১ সালের ২ ডিসেম্বর দক্ষিন কোলকাতার চেতলার নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন বিমল মিত্র। তাঁর চেতলার বাড়িতেই এখন একটি সংগ্রহশালা ও আর্ট গ্যালারি গড়ে উঠেছে। মানুষ হতে পেরেছিলেন কিনা, নিজের কাছে সে প্রশ্ন রেখে ছিলেণ বিমল মিত্র তার জবাব জানা আছে বিজ্ঞজনদের কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি যে একজন পথিকৃৎ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বিমল মিত্রর সাহিত্যকর্ম শুধু আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, আমাদের জীবনবোধকেও অন্যরূপ দিয়েছেন। ইতিহাসকে অনুধাবনের সুর ও তালের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত্ব করতে আমাদের তিনি বাধ্য করেছেন। সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বহমান নদীর মতো চলে, বিভিন্ন সময়ে তা আবার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সেই বাধা প্রাপ্তির ফলে সে তার পরিবর্তিত পথও খুঁজে নেয়। বিমল মিত্র এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর সাহিত্যসোপান বাংলা সাহিত্যকে শিখরের শীর্ষ বিন্দুতে নিয়ে গিয়েছে, তা আমরা জোর গলায় বলতেই পারি।

তিনি কেবল একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক শুধু নন, একজন অসামান্য মানুষও, যিনি তাঁর গবেষণা লব্ধ তথ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যাচাই করে পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করে এই ইতিহাসকে মানুষের সামনে সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এমন অপূর্ব ভাবে পরিবেশন করেছেন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

বিমল মিত্রের জন্ম কলকাতায়। কর্মজীবনে তিনি রেলে চাকরি করতেন। বিমল মিত্র তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তির প্রয়োগে তিনশো বছরের ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনাকে সাহিত্যের আঙ্গিকে একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে সৃজিত করেছেন এবং তা দর্শক ও পাঠকদের সামনে প্রাঞ্জল ভাবে প্রস্তুত করেছেন। এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সুনিপুণ মেলবন্ধনে সজীব করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কীর্তি। সাহিত্যের স্রোত অন্য ধারায় প্রবাহিত করতে ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যখন ব্যস্ত এবং মাটির কাছাকাছি থাকা তিন বন্দ্যোপাধ্যায় — বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক যখন খ্যাতির শীর্ষে ঠিক তখনই মাটির গন্ধ মেখে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কথাশিল্পী বিমল মিত্রের আবির্ভাব।

ছোট গল্প

বৃত্ত

তাপস চট্টোপাধ্যায়

ছুটির দিন ঘুম ভাঙলেই সপ্তর্ষি শরশয্যায় শায়িত হয় ।গোটা সপ্তাহের জমে থাকা শ্রীলেখার অভিযোগের তীরগুলো একের পর এক বিদ্ধ করে তাকে ।বিষাক্ত ফলায় ধরাশায়ী সপ্তর্ষির মুখে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, সন্ধ্যাভোজ ,সবই বিস্বাদ মনে হয়। মাঝেমধ্যে উল্টোটাও হয়। কিছু বলার আগেই শ্রীলেখা যখন ডাইনিং টেবিলে চা, টোষ্ট,ডিমের অমলেট আর সপ্তর্ষির প্রিয় একবাটি পুডিং এর সাথে ফুরফুরে মেজাজে মুখোমুখি হয়ে বলে , ক্ষ্ম এ্যাই শোন না, অংশু ওর কলেজ থেকে রক ক্লাইম্বিংয়ে তিন চার দিনের জন্য পুরুলিয়া যাচ্ছে । এই সুজোগে চলো না, দুটো দিন লং ড্রাইভে মন্দারমণি ঘুরে আসি ।

ক্লায়েন্ট মিটিং ,প্রেজেনটেশন,কনফারেন্স,সপ্তর্ষি র তরফ থেকে সম্ভাব্য অজুহাতগুলো সপাটে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে হঠাৎই শ্রীলেখা কণ্ঠলগ্না হয়ে আব্দার করে, ‘দুটো দিন তো ,চল না গো।’

আজকাল শ্রীলেখার সাথে রোমান্স করার সুজোগ কমই পাওয়া যায়। মেনোপজ সিজনে জোয়ার-ভাটার মতোই ওর মুড-অফ, মুড-অন কখোনও প্লাবিত করে, কখনও বা অন্তঃসলিলা হয়।

শ্রীলেখা একটা মাল্টিন্যাশনালে চাকরী করে ।একদিনের জন্য একটু হাল্কা মেকআপ আর লেস পারফিউম। বসের চেম্বারে ঢোকার আগে একটু উস্কোখুস্কো ভাব, ‘স্যার,মা আই. সি..ইউতে ভর্তি ।সিভিয়ার অ্যাটাক।’ এরপর তিন দিনের ছুটির দরখাস্তটা সোজা বসের টেবিলে রাখে ।

সপ্তর্ষি নিজেই কোম্পানির সি.ই.ও.,মাথার ওপর খবরদারি করার কেউ নেই । হাই টেমপারাচার,বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া ওমিক্রন অথবা চিকনগুনিয়া। যাওয়ার আগের দিন এরমধ্যে যেকোন একটা বাহানা দিলেই আপাতত দুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

মাউন্টেনিয়ারিংএর খুঁটিনাটি সরঞ্জামে ভরা রুকস্যাকটা অংশুর গোছানোই থাকে । মাঝেমাঝেই ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে । বাবা-মা হিসেবে সপ্তর্ষি বা শ্রীলেখা এব্যাপারে বেশী মাথা ঘামায় না ।

অফিসে ব্যস্ততার মাঝেই সপ্তর্ষির বেশ কয়েকটা মিসড্ কল দেখে শ্রীলেখা কলব্যাক্ করে, ‘হ্যাঁ বলো।’

‘মা ফোন করেছিল। বাবা দুটো চোখেই ভালো করে দেখতে পারছে না; গ্রামের ডাক্তার বলেছে, কলকাতার নামী চোখের ডাক্তার কে দেখিয়ে ছানিটা অপারেশন করলে ভালো হয়। কালই আসতে চায় এখানে।’

‘তুমি কি বললে দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ? ক্ষ্ম শ্রীলেখার স্বরে কৃত্তিম শ্লেষ। এটা ওর বদঅভ্যাস, রেগে গেলে ইতিহাস,বেদ,পূরাণ ,যেখান থেকে পারে রেফারেন্স উগরে দেয়।

শ্রীলেখার বাউন্সারটাকে পাত্তা না দিয়ে সপ্তর্ষির জবাব ,ক্ষ্ম ভরোসা রাখো প্রিয়ে, বলে দিয়েছি, ‘লেখার মা আই.সি.ইউ.তে ভর্তি। আমরা এখন জামসেদপুরে আছি।’ তুমিও এটাই বোলো, ফোন করলে ঘেঁটে দিওনা যেন।’

অংশু বের হওয়ার পরদিন ভোর থেকেই শ্রীলেখার সাজো সাজো রব শুরু হয়ে যায়। দু-জনের মতো কিছু ক্যাসুয়েলস্, সানগ্লাস, স্কিনকেয়ার লোশন, ফ্লাস্কে চা স্ন্যাক্স, ড্রাই ফুড, ওষুধপত্র, ঘন্টা-দুয়েকের মেহনতে শ্রীলেখার পারফেক্ট ওয়ার্কআউট। সপ্তর্ষিও সুজোগ বুঝে রেডওয়াইনের বোতলটা গাড়ির ড্যাসবোর্ডে চালান করে নিশ্চিন্ত হয় ।অংশু জানলে যাওয়ার জন্য জীদ করতো তাই শ্রীলেখা ওকে জানাতে চায় নি।

মিসমিসে কালো আর মসৃন হাইওয়েটা এঁকেবেঁকে অনেকটা দুরে হারিয়ে গেছে। ড্রাইভিং সীটে সপ্তর্ষি বেশ পেশাদারি কায়দায় বসে। দুধসাদা মার্সেটিজটার যেন পাখা গজিয়েছে। কংক্রীটের জঙ্গল থেকে ওদের টেনে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনএক স্বপ্নপুরীতে পৌছে দিতে সে যেন বদ্ধপরিকর ।

সপ্তর্ষির সেলফোনটা ভাইব্রেট মোডে গোঙাচ্ছিল। একটা হাত ষ্টিয়ারিংএ রেখে অন্যটা দিয়ে ফোনটা চোখের সামনে ধরে, আননোন নাম্বার, ফোন কোম্পানিগুলো বড্ড বেরসিক ।

এসি বন্ধ করে শ্রীলেখা জানলার কাঁচ অর্ধেকটা নামিয়ে দেয় । নভেম্বরের হালকা হিমেল হাওয়া গায়ে রোদ মেখে ওর চুলগুলো বারবার এলোমেলো করে দিচ্ছিলো। বয়েস হাফ সেঞ্চুরিতে পৌছোলেও যৌবন এখনও ওর টোয়েন্টি টোয়েন্টি খেলছে । সপ্তর্ষি আড়চোখে দেখে মুচকি হাসে ।

ফোনটা আবার গোঙাচ্ছে । ড্যাসবোর্ডের ওপর থেকে শ্রীলেখা ফোনটা তুলে নেয় ।

‘মায়ের ফোন নয়তো ?’ ঘাড় না ঘুরিয়েই সপ্তর্ষির প্রশ্ন ।

‘মায়ের নাম্বার তো ফোনে সেভ করা আছে তোমার অফিসের করোও হবে হয়তো ।’

‘মিউট করে দাও, একটু থেমে, বসকে কি গুগলি দিলে?’ সপ্তর্ষি পরিবেশটা হাল্কা করতে চেষ্টা করে ।

‘কেন, যে গুগলিটা তুমি তোমার মাকে দিলে ।’

‘তোমার লেটেস্ট ঢপটা কি ?’ শ্রীলেখার পাল্টা প্রশ্ন

‘কেন, বাবার ছানি অপারেশন’

দুজনের মুখেই একটা হালকা হাসি

রাস্তার পাশে মাইলস্টোন দেখে শ্রীলেখা বলে, মন্দারমণি আর মাত্র ৩০ কিলোমিটার ।

এবার সপ্তর্ষির সেলফোনটা হঠাৎই নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে । একই নাম্বার থেকে মুহুর্মুহু বাজতে শুরু করে ।বাধ্য হয়ে সপ্তর্ষি কানে লাগানো ব্লুটুথটা অন করে, ‘হ্যালো ,আমি মন্দারমনির সি-ভিউ হোটেল থেকে বলছি।’

ওই নামের কোন হোটেল সপ্তর্ষি বুক করেছে বলে মনে করতে পারে না, তবু জিজ্ঞেস করে, ‘বলুন।’

ওপার থেকে জবাব আসে, ‘স্যার আপনার ছেলে অংশুমান গতকাল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমাদের হোটেলে চেকইন করেছিল । রাতে একটু বেশী ড্রিঙ্ক করে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়।’

‘অংশু এখন কেমন আছে ?’ সপ্তর্ষির স্বরে একতাল উৎকণ্ঠা

‘আপনার ছেলে আর ওর এক বান্ধবীকে বাঁচানো গেছে, বাকি তিনজন মিসিং।’

‘কে ফোন করেছে? কি হয়েছে অংশুর, কিছু বলছো না কেন?’ শ্রীলেখার ত্বর সয় না ।

হঠাৎই সপ্তর্ষির সামনে উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে ওঠে । একটা নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে।

সপ্তর্ষির গলায় আফশোষের সুর , ‘মাকে সত্যিটা বললেই বোধহয় ভালো হতো ’।